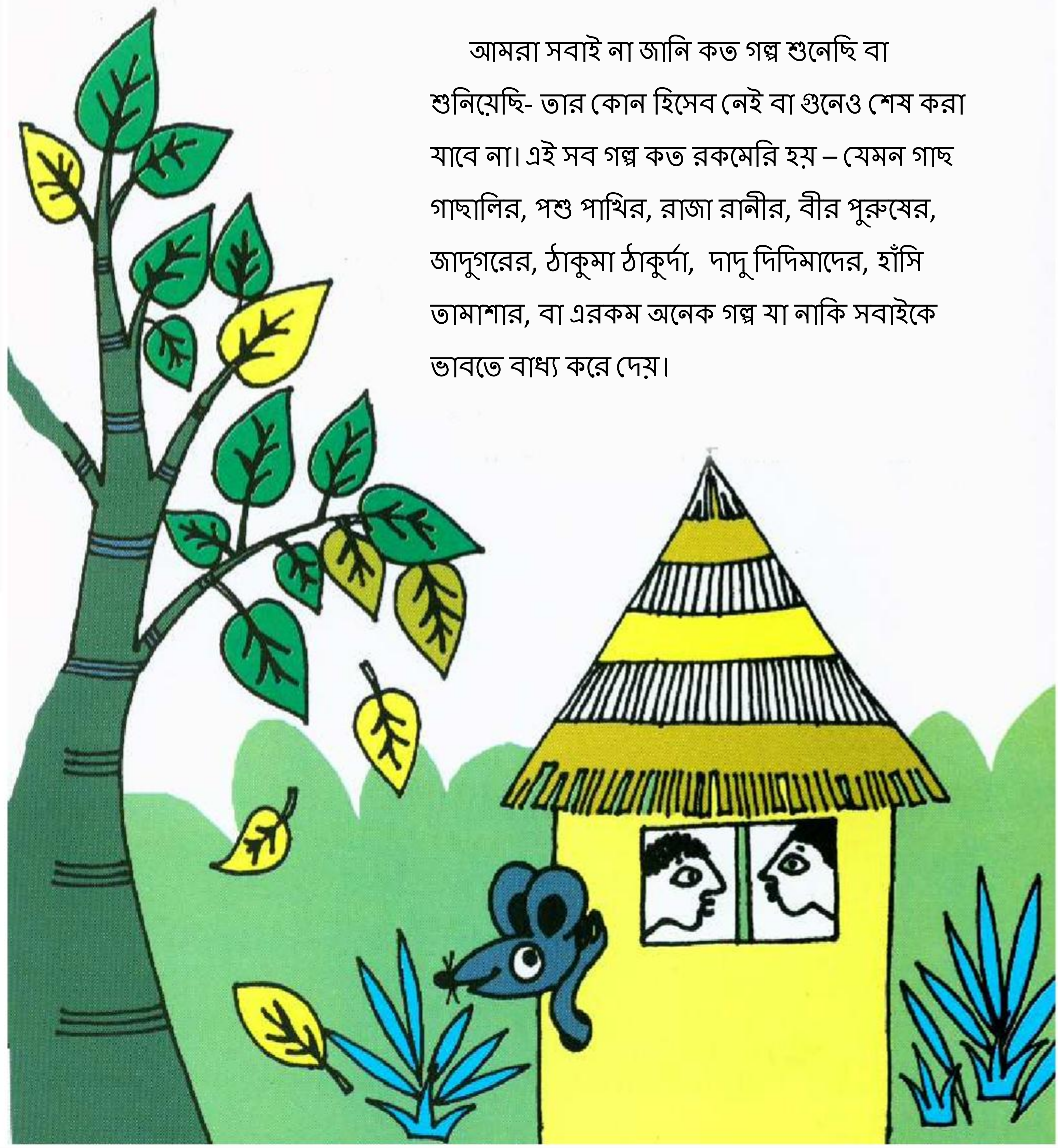
গল্পদের গল্প

গল্প সবার মন জয় করে নেয়। গল্প শুনতে সবাই মজা পায় আর এমনও হয় যে গল্প শুনতে শুনতে খীদে , পিপাশা, ঘুম সব অনেকে ভুলে যায়। গল্প শোনানো বা শোনার কার না ভালো লাগে।

আমরা সবাই না জানি কত গল্প শুনেছি বা শুনিয়েছি- তার কোন হিসেব নেই বা গুনেও শেষ করা যাবে না। এই সব গল্প কত রকমেরি হয় – যেমন গাছ গাছালির, পশু পাখির, রাজা রানীর, বীর পুরুষের, জাদুগরের, ঠাকুমা ঠাকুর্দা, দাদু দিদিমাদের, হাঁসি তামাশার, বা এরকম অনেক গল্প যা নাকি সবাইকে ভাবতে বাধ্য করে দেয়।



তোমরা কি কখনো ভেবেছো যে এই গল্প গুলো কোথা থেকে আসে। এসো আজ তোমাদের এই গল্পদের একটা গল্প শোনাই।

এক গ্রামে এক লোক ছিল। একদিন ওর এক বন্ধু ওকে একটা রহস্যের কথা জানায়। কিছুদিন ধরে ওটা ওর মনে লুকিয়ে রেখেছিল সবার কাছ থেকে। এতে ওর পেট রোজ ফুলতে থাকে। থাকতে না পেরে ও নিজের বউকে এই কথাটা জানায়।

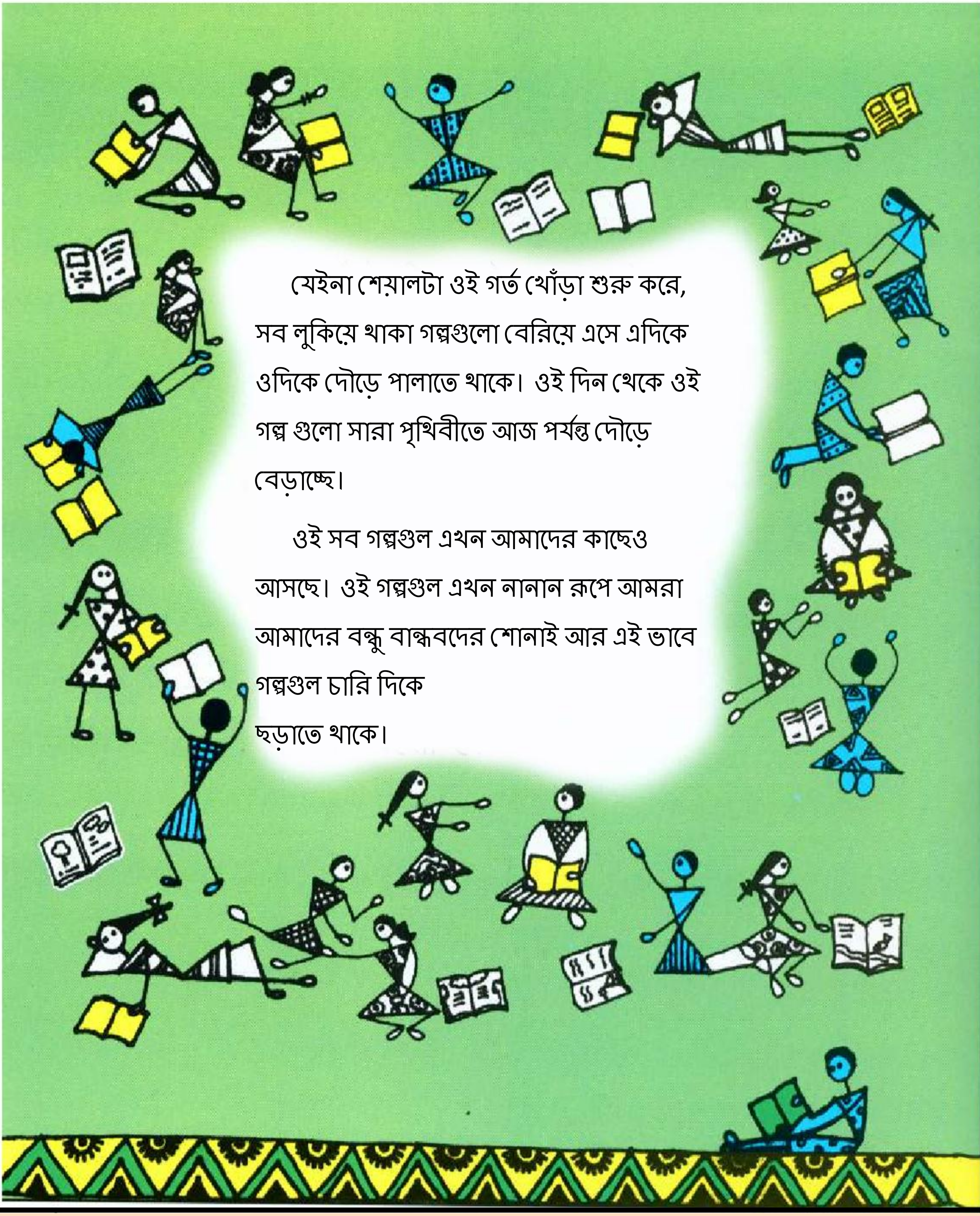
আর কি? ওর বউয়েরো পেট ফুলতে থাকে। এই রহস্যটা বেশি দিন আটকে রাখতে পারল না। ও বাগানে গিয়ে একটা গর্ত কে রহস্যটা শোনায়। আর তারপরে গর্তটাকে মাটি দিয়ে ভরে দেয়। ওই জায়গায় একটা গাছ জন্ম নেয়। ওই গাছের কাঠ দিয়ে একটা বাঁশি বানানো হয়।

বাঁশিটা সারা গ্রামকে রহস্যটা শুনিয়ে দেয়।

এবার শোনো আফ্রিকা দেশের একটা গল্প। বহু আগে একটা মে ইঁদুর ছিল। ও সব জায়গায় দাপিয়ে বেড়াত। কখনো রাজার মহলের ভেতর, কখনো ঝোঁপ ঝারে বা কখনো বাড়িতে বাড়িতে।

আর ইঁদুরটি বাড়ির দেওয়ালের গর্তের ভেতরে লুকিয়ে থেকে সবার গল্প শুনত। আর তার পর ওই গল্প গুল গাছের নিচে একটা গর্তের মধ্যে সাবধানে লুকিয়ে রাখত। ও ওই গল্প গুলকে খুবই ভাল বাসতে লেগেছিল।

ইঁদুরটির এই কাণ্ড একটা শেয়াল রোজ লুকিয়ে লুকিয়ে দেখত। একদিন শেয়ালটা ওই গর্তটাকে খোঁড়া শুরু করে।



যেইনা শেয়ালটা ওই গর্ত খোঁড়া শুরু করে, সব লুকিয়ে থাকা গল্পগুলো বেরিয়ে এসে এদিকে ওদিকে দৌড়ে পালাতে থাকে। ওই দিন থেকে ওই গল্প গুলো সারা পৃথিবীতে আজ পর্যন্ত দৌড়ে বেড়াচ্ছে।

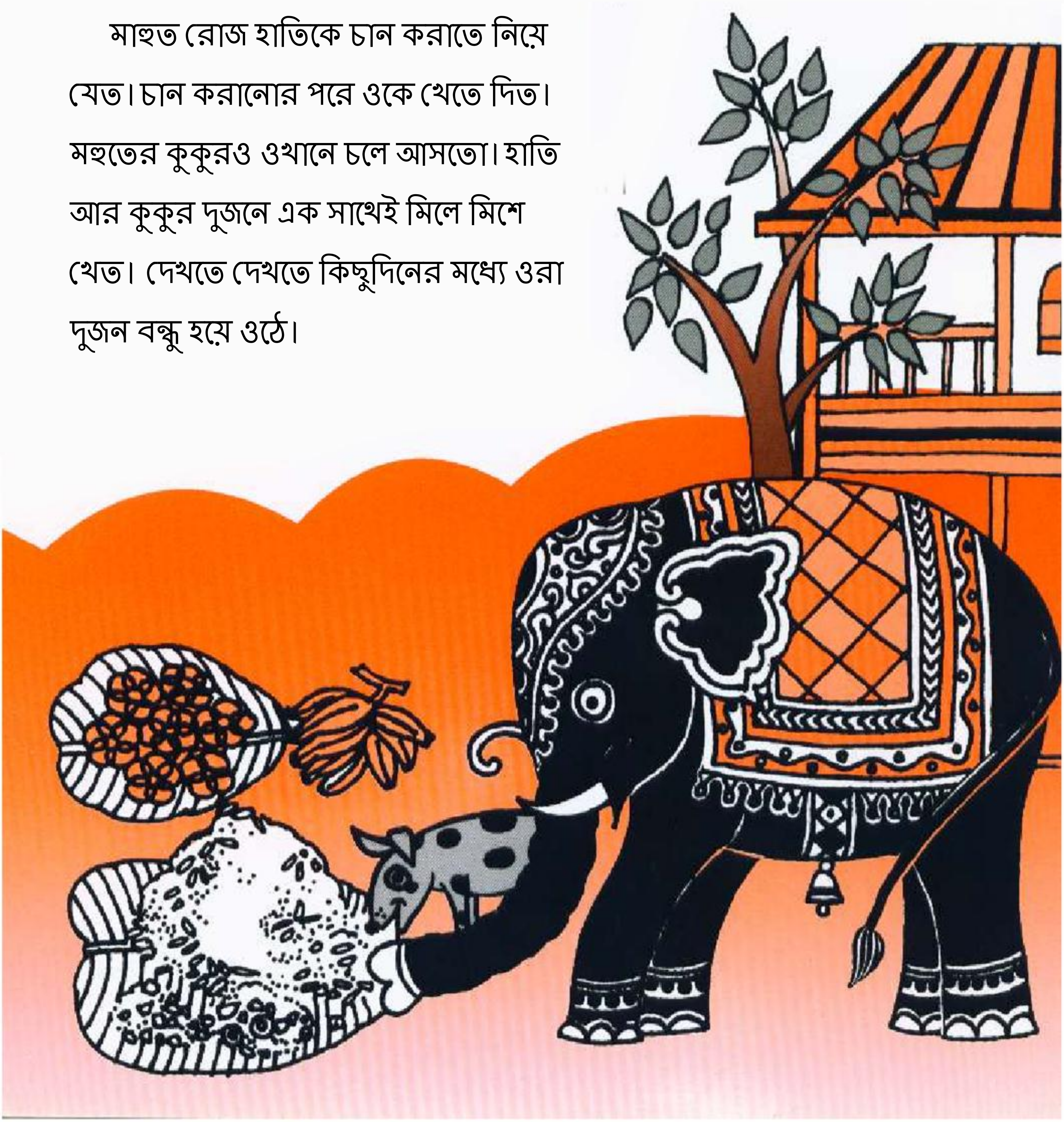
ওই সব গল্পগুল এখন আমাদের কাছেও আসছে। ওই গল্পগুল এখন নানান রূপে আমরা আমাদের বন্ধু বান্ধবদের শোনাই আর এই ভাবে গল্পগুল চারি দিকে
ছড়াতে থাকে।

© Katha Jharna 2008		**Publisher**	Rajalakshmi Srinivasan Memorial Foundation
P. Saraswati	V. Vijayakanthi	**Bengali**	Pradeep Bhattacharya
L. S. Saraswathi	S. Rajalakshmi	**Artist**	Uma Krishnaswamy

হাতি আর কুকুরের বন্ধুত্ব

বহুকাল আগের কথা। কাশিতে ব্রহ্মদত্ত নামে এক রাজা রাজত্ব করত। ওই রাজার কাছে একটা হাতি ছিল।

মাহুত রোজ হাতিকে চান করাতে নিয়ে যেত। চান করানোর পরে ওকে খেতে দিত। মহুতের কুকুরও ওখানে চলে আসতো। হাতি আর কুকুর দুজনে এক সাথেই মিলে মিশে খেত। দেখতে দেখতে কিছুদিনের মধ্যে ওরা দুজন বন্ধু হয়ে ওঠে।



হাতি কুকুরের জন্যে অপেক্ষা করত। যদি কোনো দিন কুকুরটা না আসত সেদিন হাতি খেত না। কুকুরটা হাতির সাথে খুব খেলত। হাতির শুঁরে চড়ে ঝুলত।



একবার মাহুতের টাকার প্রয়োজন হয় পরে। ও ওর কুকুরটাকে বিক্রি করে দেয়। কুকুরটার মন একেবারে ভেঙ্গে যায়। কিন্তু বেচারার কিছুই করার ছিল না। চুপচাপ নুতন বাড়িতে চলে গেল।

হাতি নিজের বন্ধুকে আর দেখতে না পেয়ে উদাস হয়ে পরে। হাতিও খাওয়া দাওয়া ছেড়ে দেয়। চান করতে চায় না। সারা দিন মন মরা হয়ে বসে থাকতে লাগল।

হাতির খাওয়া দাওয়া না করার কথা রাজা শুনতে পায়। রাজা তখন মাহুতের কাছে হাতির খবর নেবার জন্যে নিজের মন্ত্রীকে পাঠায়।

মন্ত্রী ওখানে গিয়েই হাতির খোঁজ নিতে থাকে। হাতি শারীরিক ভাবে ঠিকই ছিল। মন্ত্রী বুঝল নিশ্চই হাতির মনে চিন্তা হচ্ছে কোনো কারণে।

উনি আসে পাসের লোকেদের সাথে কথা বলেন। লোকেরা বলে যে কুকুরটা চলে যাবার পর থেকে হাতিটা উদাস হয়ে আছে। যবে থেকে কুকুরটি চলে গেছে ও খাওয়া দাওয়া ছেড়ে দিয়েছে।

মন্ত্রী তখনই রাজাকে খবর পাঠায়। রাজা তখন চারি দিকে ঢোল বাজিয়ে ঘোষণা করান যে ' যায় কাছে ওই কুকুরটি আছে সে জেনো তৎক্ষণাৎ তাকে ছেড়ে দেয়।'

যে লোকটি ওই কুকুরটা কিনেছিল সেও ওই ঘোষণাটা শোনে।



আর কি! ওই লোকটি কুকুরের গলার দড়িটা কেটে দেয়। কুকুরটা তখন লাফাতে লাফাতে দৌড়ে হাতির কাছে গিয়ে পৌছায়।

দুই বন্ধু একে অপরকে দেখে খুবই খুশি হয়। হাতি তখন কুকুরটাকে নিজের সুঁড়ে তুলে মাথায় উপর বসিয়ে দেয়। ওর চোখ দিয়ে আনন্দের জল বেরিয়ে আসে।

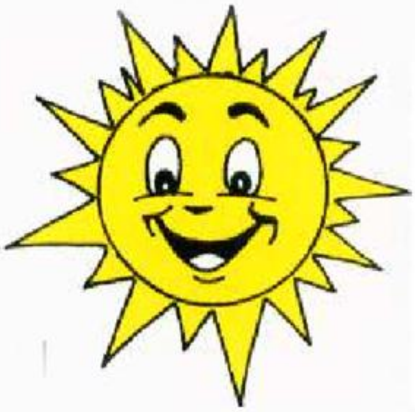
মাহুত তখন দৌড়ে গিয়ে খাবার নিয়ে আসে। হাতি তখন আগে কুকুর কে খাওয়ায় আর তার পর নিজে খায়।

জাতক কথা

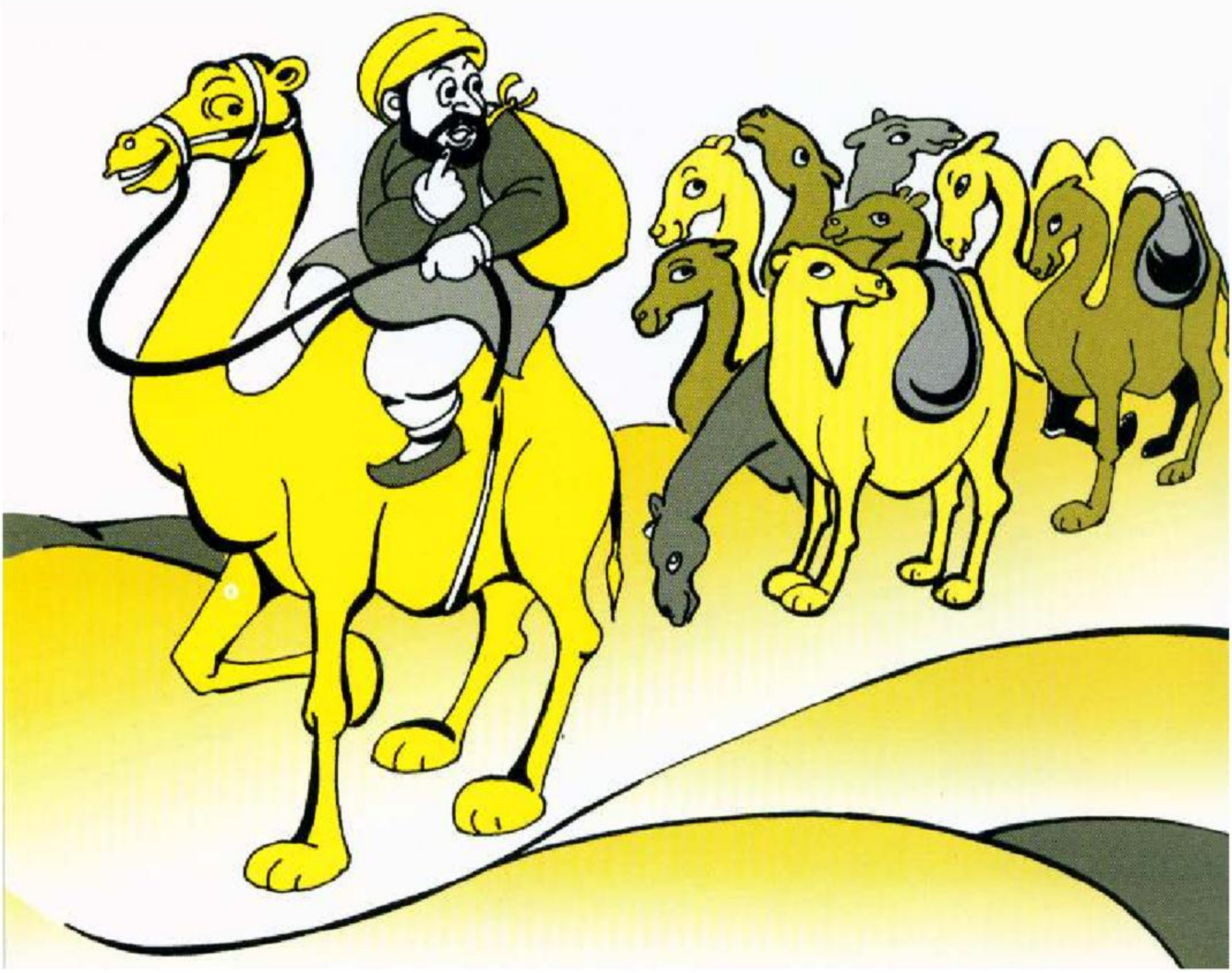


P. Saraswati	V. Vijayakanthi	**Publisher**	Rajalakshmi Srinivasan Memorial Foundation
L. S. Saraswathi	S. Rajalakshmi	**Bengali**	Pradeep Bhattacharya
		Artist	Uma Krishnaswamy

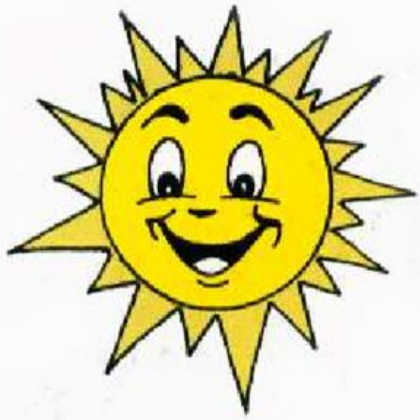
নয়টা, না দশটা



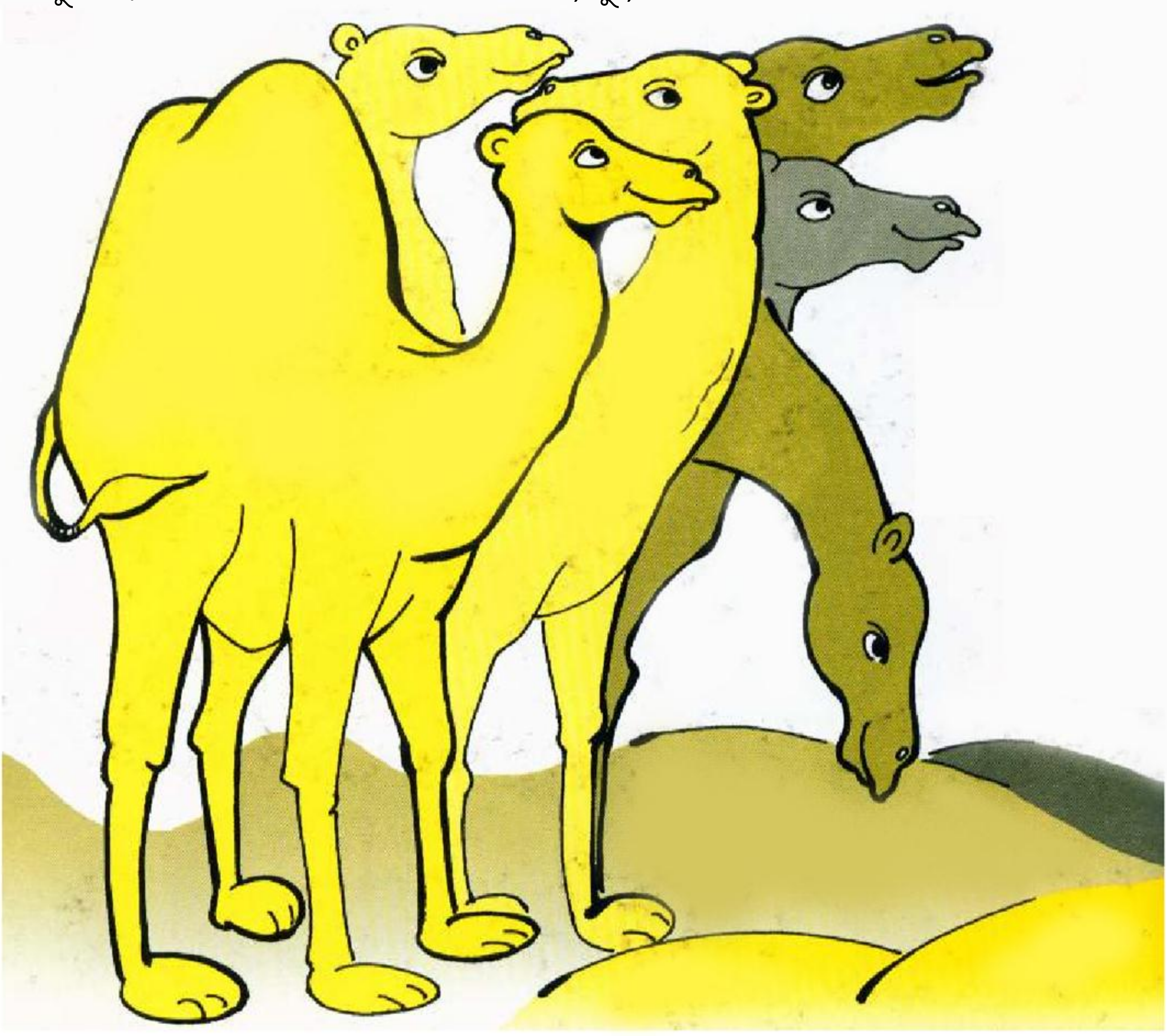
এক বারের ঘটনা। এক ব্যবসাই নিজের দশটা উট নিয়ে মরুভূমি দিয়ে যাত্রায় বের হয়। ও নিজে একটা উটের পিঠের উপর বসে ছিল। ও আগে আগে যাচ্ছিল আর বাকি গুল ওর পিছনে পিছনে আসছিল।



যেতে যেতে ওর মনে হয় " একবার গুনে দেখা ভাল যে সব গুল পিছনে পিছনে আসছে তো" । তখন সে পিছন ফিরে গুনতে থাকে- এক, দুই, তিন, চার, পাঁচ, ছয়, সাত, আট, আর নয়....... আরে একটা উট কম দেখেছি। কোথায় গেল। " ওই ব্যবশসাই তখন চট কোরে উটের পিঠ থেকে নেমে পরে। আর নিজের হারিয়ে যাওয়া উটকে এদিকে ওদিকে খুঁজতে শুরু করে।



অনেক খোঁজাখুঁজির পরও ও ওকে পায়না। ও তখন ভাবে হয়তো ওর গুনতে কোন ভুল হয়েছে। ফের একবার গুনে দেখি। এক, দুই, তিন......



.... আরে বাঃ! সব গুলোই তো আছে। ও তখন খুশি মনে আবার উটের পিঠে চড়ে ব্যবসা করতে এগোয়। কিছু দুর যাবার পর ওর মনে আবার সন্দেহ হয়। গুনে দেখে যে আবার সেই নয়টা উট।

ব্যাপারী হড়বড় করে আবার নিচে নেমে পরে আর উটকে এদিকে ওদিকে খুঁজতে থাকে। কিন্তু কোথাও দেখতে পায় না। ক্লান্ত হয়ে ও আবার উটদের মাঝে ফিরে আসে। আবার সব উটগুলো কে গোনে।

"কি আশ্চর্য্য! দশটাইতো আছে। মনে হয় এই রোদ্দুরের গরমে আমার মাথা ঘুরছে।" এই কথা বিরবির করতে করতে ও আবার উটের পিঠে চেপে বসে।

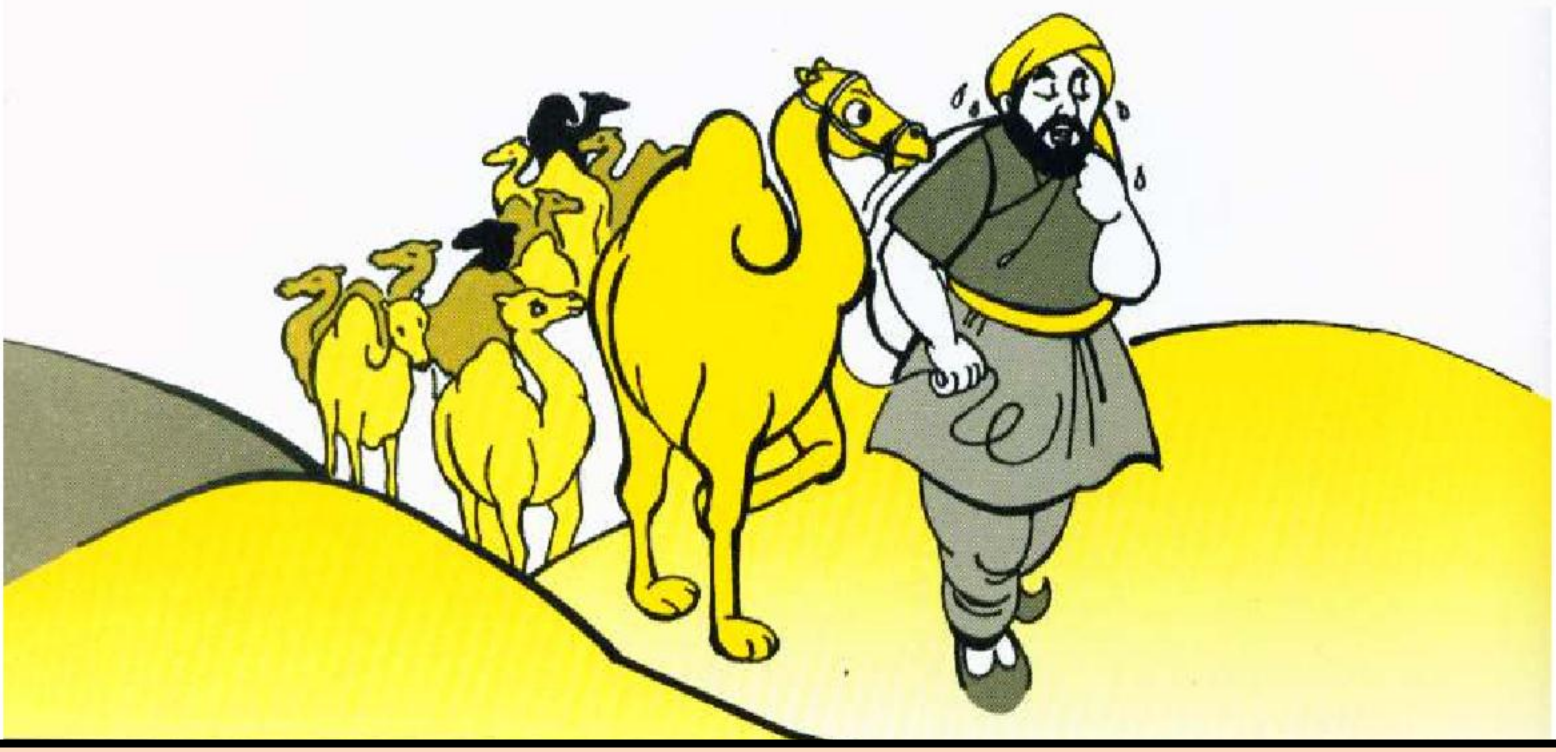




.... আরে বাঃ! সব গুলোই তো আছে। ও তখন খুশি মনে আবার উটের পিঠে চড়ে ব্যবসা করতে এগোয়। কিছু দুর যাবার পর ওর মনে আবার সন্দেহ হয়। গুনে দেখে যে আবার সেই নয়টা উট।

ব্যাপারী হড়বড় করে আবার নিচে নেমে পরে আর উটকে এদিকে ওদিকে খুঁজতে থাকে। কিন্তু কোথাও দেখতে পায় না। থকে গিয়ে ও আবার উটদের মাঝে ফিরে আসে। আবার সব উটগুলো কে গোনে।

"কি আশ্চর্য্য! দশটাইতো আছে। মনে হয় এই রোদ্দুরের গরমে আমার মাথা ঘুরছে। " এই কথা বিরবির করতে করতে ও এবার উটের পিঠে না চেপে আগে আগে হাঁটতে থাকে।



© Katha Jharna 2008		Publisher	Rajalakshmi Srinivasan Memorial Foundation
P. Saraswati	V. Vijayakanthi	Bengali	Pradeep Bhattacharya
L. S. Saraswathi	S. Rajalakshmi	Artist	S. P. Raju

ম্যাজিক পেন্সিল

কাশিম নামের একটা বাচ্চা ড্রইং করতে খুব ভালো বাসত। ও তাই ধারালো পাথরের টুকর বা ছোট গাছের ডাল দিয়ে মাটিতে আঁকত।

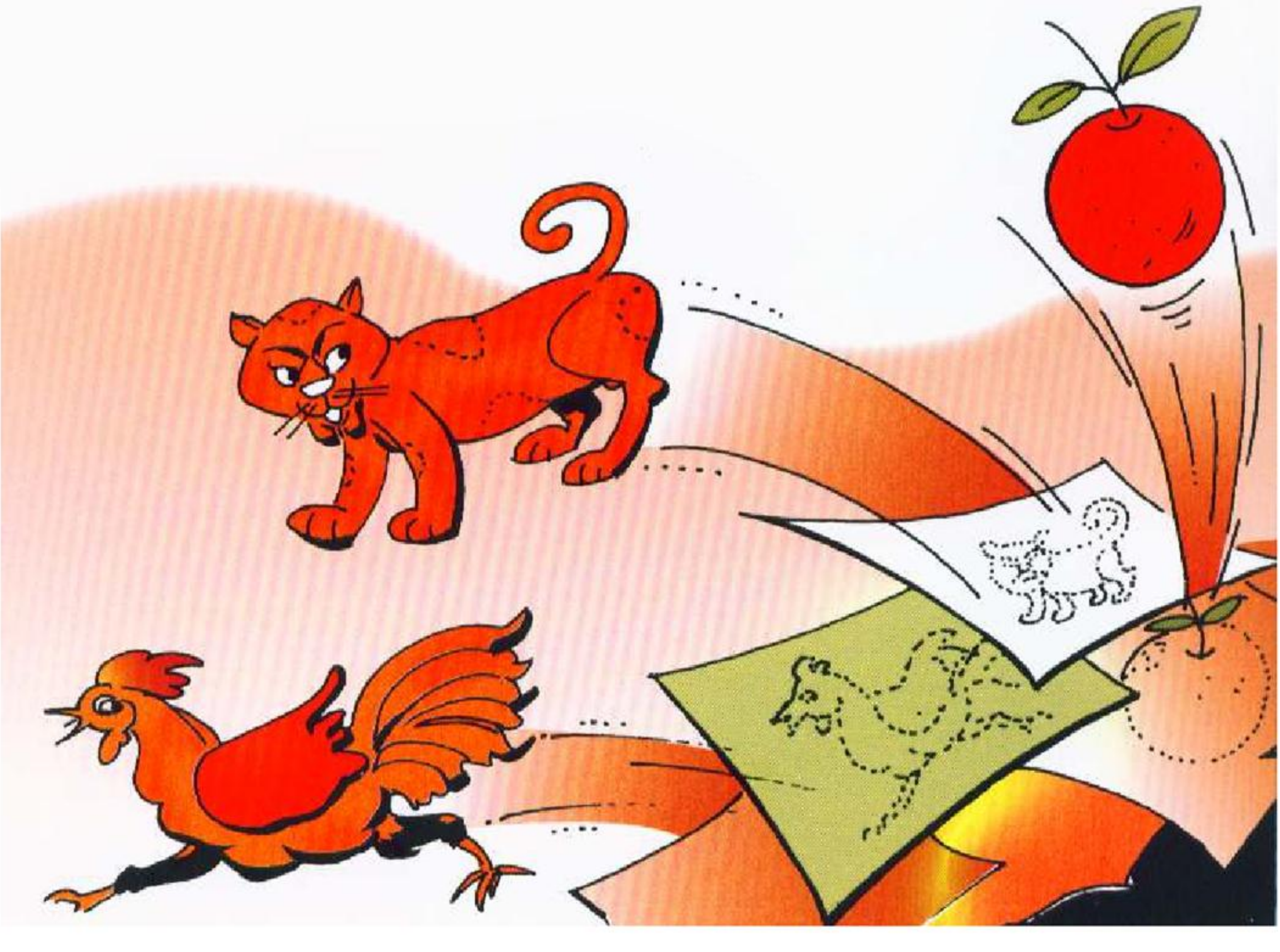
এক দিন ওর মনে হলো ”যদি আমার কাছে একটা পেন্সিল থাকত! তালে কতো সুন্দর সুন্দর আঁকতে পারতাম।“ তখনি ওর দেখা একটা বুড়ো লোকের সাথে হয়ে গেলো। ওই বুড়ো লোকটা কাশিমকে একটা পেন্সিল দিল।

“এই পেন্সিল দিয়ে শুধু গরীব লোকেদেরই চিত্র বানানো যাবে।“ বলে ওই বুড়ো লোকটা গায়েব হয়ে গেল।



কাশিম খুব খুশি হলো এতে। ও তখনই একটা মুরগি আঁকল। বাহ! এটা কি হল। মুরগীটা জ্যান্ত হয়ে উঠল। ফের ও একটা বিড়াল আঁকল। ওটাও জ্যান্ত হয়ে উঠল। আশ্চর্যের ম্যাজিক পন্সিল!

এবার কাশিম একটা বল বানাল। ওটাও আসল বল হয়ে গেল। এর পর কাশিম খাতা, লাট্টু, জামা, ফুল আঁকল। সব আসল হয়ে উঠল। গরিবেরা যা যা চাইলো, কাশিম তাই এঁকে দিয়ে আসল করে ওদের দিয়ে দিলো।



এই খবরটা গিয়ে পৌঁছল রাজার কানে। রাজা ওকে ডেকে বললেন "আমাকে একটা সোনার মোহর ভরা গাছ বানিয়ে দেও।"

" মহারাজ, আপনার কাছে অনেক ধন আছে। আমি শুধু গরিবদের জন্যে আঁকতে পারি।" এই বলে কাশিম মানা করে দিল।

রাজা রেগে গিয়ে কশিমকে কারাগারে বন্দী করে দিতে আদেশ দিলেন।



কিন্তু কাশিম কি কারাগারে খালি বসে থাকার ছেলে? ও খুব চালাক ছেলে। ও চট করে একটা তালার চাবি আঁকলো। ব্যাস, চাবিটা আসল হয়ে গেলো। ও চট করে চাবিটা দিয়ে তালাটা খুলে কারাগার থেকে পালিয়ে গেলো।

একটি মালেশিয়ান গল্পর অবলম্বনে



Publisher Rajalakshmi Srinivasan Memorial Foundation

P. Saraswati V. Vijayakanthi

L. S. Saraswathi S. Rajalakshmi

Bengali Pradeep Bhattacharya

Artist S. P. Raju



বাঁদর হলো বাগানের মালি

অনেক দিন আগের কথা। এক রাজা তার এক আনন্দের দিন খুশি হয়ে সব কর্মচারীদের ছুটি দিয়ে দিল। সব কর্মচারীরা মনের আনন্দে ছুটি মানাতে চলে গেল। বাগানের মালি কিন্তু গেল না।

মালি ভাবলো ও যদি চলে যায় তাহলে এই সব গাছদের কে জল দেবে। তাহলে সব গাছ শুকিয়ে যাবে। কিছু চিন্তা করে ও বাগানের গাছে থাকা সব বাঁদরদের কাছে গেল।





ও গিয়ে বাঁদরদের নেতার কে বললো ” তোমরা সবাই কেমন নিশ্চিন্তে স্বাধীন ভাবে বাগানে থাক। ফল, বীচি সব যত ইচ্ছে খেতে পার। গাছে ঝুলত পার। দাপাদাপি করে খেলতে পার। তোমরা কি আমাকে সাহায্য করবে?”

বাঁদরদের নেতা সঙ্গে সঙ্গে বলে উঠল “ নিশ্চয় করবো। আমাদের কি করতে হবে বলুন?”

মালি উত্তর দিল “ তোমাদের সবাইকে মিলে গাছগুলোতে রোজ জল দিতে হবে। রোজ বিকেলে রোদ্দুর কমে যাবার পর। “



মালি ওদের সাবধান করে দিয়ে বললো " কিন্তু মনে রেখ জল ঠিক ঠিক মাত্রায় দিতে হবে। দরকারের থেকে বেশি নয়। " এই বলে ও নিশ্চিন্তে নিজের গ্রামে চলে গেল।

বিকেল হতেই বাঁদর সব খুব ফুর্তির সাথে ঘড়ায় করে জল দিতে লাগল। ওদের নেতা ওদের মনে করিয়ে দিল " দেখো যেন সব গাছে ঠিক পরিমাণ জল দেওয়া হয়। "

একটা বাঁদর তখন জিজ্ঞেস করলো " আমরা কি করে ভুঝবো যে গাছে ঠিক মাত্রায় জল দেওয়া হচ্ছে?"

নেতা তখন চিন্তায় পরে গেল। ফের বললো " তোমরা সব গাছকে উপরে ফেলে দেখ। যে গাছের জড় যত লম্বা তাতে তত বেশি জল লাগবে। লম্বা জড়ে বেশি আর ছোট জড়ে কম জল দেবে। "



এই শুনে সব বাঁদরগুলো এক এক করে সব গাছ উপরে ফেলল।

পরের দিন মালি কাজে ফিরে এসে দেখে হায়রে! গাছ সব শুকিয়ে মাটিতে উপরে পরে আছে।

এই জন্যেই বলে জার কাজ তাকেই সাজে। অন্যদের সাজে না।

জাতক কথা



© Katha Jharna 2008		Publisher	Rajalakshmi Srinivasan Memorial Foundation
P. Saraswati	V. Vijayakanthi	Bengali	Pradeep Bhattacharya
L. S. Saraswathi	S. Rajalakshmi	Artist	S. P. Raju

অর্ধেক তোমার আর অর্ধেক আমার

অনেকদিন আগের কথা। এক কৃষকের মনে বাদামের চাষ করার ইচ্ছে হোল। কাছের এক জঙ্গলের পাশে একটা খালি জমি পরে ছিল। ও ওই জমিনে লাঙ্গল চালিয়ে বীজ বপন করে ফসলের জন্যে অপেক্ষা করতে লাগল।

ওর এই কাজ একটা ভাল্লুক দূর থেকে রোজ দেখত।





একদিন ওই ভাল্লুক কৃষকের কাছে এসে ওকে ভয় দেখিয়ে বলল “ ওরে কৃষক, আমি তোকে খেয়ে ফেলব। “

কৃষক তখন ভয়ে কাঁপতে লাগল। কিছু পরে সাহস করে বলল “ আরে আমার প্রিয় ভাল্লুক ভাই, তুমি আমাকে খেও না। এই ফসল হলে আমরা দুজনে আধাআধি করে ভাগ করে নেব। মাটির তলায় যা থাকবে তা তুমি নিয়ে নিও আর মাটির উপরে যা হবে তা আমি নিয়ে নেব। “ ভাল্লুকটা ঐ কৃষকের কথা মেনে নিল।

কৃষক অনেক পরিশ্রম করে ওই জমিনে বাদামের ভালো ফসল করল। ফসল কাটার দিন এসে গেল। ভাল্লুক তখন ওর ভাগ চাইল।

বোঝাপড়া মতন কিষান জমিনের ওপরে ভাগ ভাল্লুক কে দিয়ে দিল। আর নিচের ভাগ নিজে নিয়ে একটা গাড়িতে ভরে নিয়ে গেল।

“দাড়াও!” ভাল্লুকটা জোরে ডাক দিয়ে বলল “ আমি নিচের ভাগটাও চেখে দেখব “ বলে ও নিচের জড়ের ভাগটা খেয়ে রেগে গিয়ে গজরাতে গজরাতে বলল “ তুমি আমায় ধোঁকা দিয়েছ। শেকড়ের ভাগটা বেশি সুস্বাদু। ওপরে ডাল পাতায় কোন স্বাদ নেই। এর পরে তুমি আর এদিকে আসবে না। “

কৃষক তখন ওকে বলল “ ভাল্লুক মশাই রাগ করবেন না। এর পরের বার আপনি নিচের ভাগ নিয়ে নেবেন আর আমি ওপরের ভাগ। “

এবার কৃষক ওই জমিনে ভুট্টার চাষ করল। খুব ভালো ফসল হোল। ফসল কাটার দিন এল। ভালুক তার নিজের ভাগ চাইল। ওকে কৃষক নিচের জড়ের অংশটা দিয়ে ওপরের ভুট্টা গুলি গাড়িতে করে নিয়ে তাড়াতাড়ি রওনা দিল।



ভাল্লুক জড়ের অংশ খেল। “ আরে ছিঃ ছিঃ। এতে তো কোনও স্বাদ নেই। ওই কৃষকটি এবারেও আমাকে ধোঁকা দিল। আসুক এবার, ওকে উচিত শিক্ষা দেব।“ আর রেগে ওর জন্যে অপেক্ষা করতে লাগল।

আর কি ওই কৃষক ফেরে!



© Katha Jharna 2008		Publisher	Rajalakshmi Srinivasan Memorial Foundation
P. Saraswati	V. Vijayakanthi	Bengali	Pradeep Bhattacharya
L. S. Saraswathi	S. Rajalakshmi	Artist	Uma Krishnaswamy

বাড়ি বদল

এক গ্রামে ধনিরাম নামে এক বড়লোক বাস করত। ওর বাঁ দিকে এক কামার আর দান দিকে এক ছুতোর থাকত।



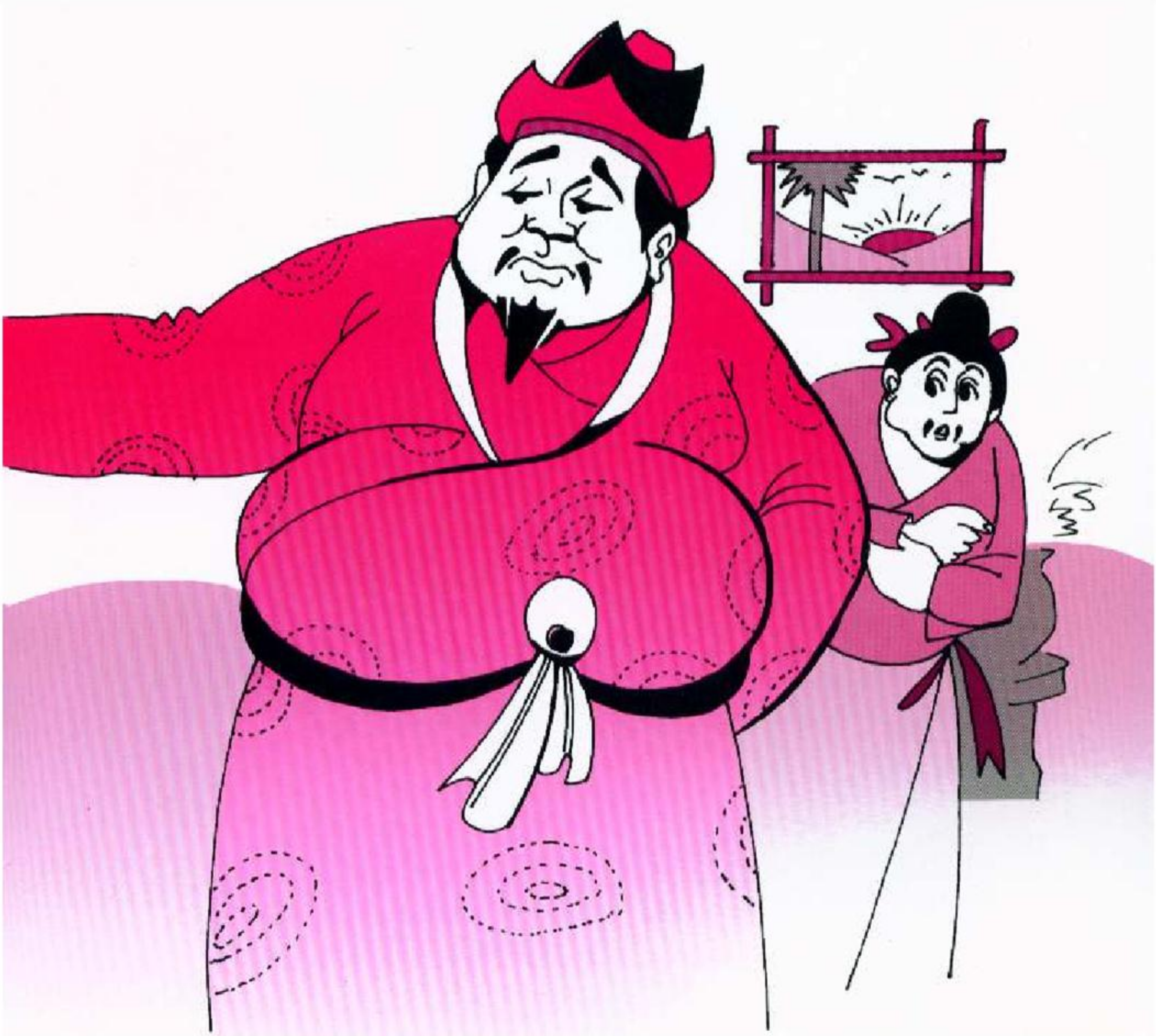
সারাদিন ওই কামারের কারখানা থেকে হাতুড়ী ঠোকার আওয়াজ আসত। ওতে ওর কান ফেটে যাবার অবস্থা হত। আর পাসের বাড়ি থেকে চুতোরের কাঠ কাটার আওয়াজ। এই সব শব্দ ওকে খুবই পারেশান করে রেখেছিল। ধানিরাম না শান্তিতে বিশ্রাম করতে পারত না ঘুমোতে।

এই সব সারাদিন চিন্তা করতে থাকত " কি করা যায়, কি করা যায়?" এই ভেবে ও একদিন কামার আর ছুতোর দের নিজের বাড়িতে ডাকে। ধনীরাম ওদের বলে " তোমাদের বাড়ি থেকে এত আওয়াজ আসে যে আমি নিশ্চিন্তে ঘুমোতে পারিনা। তোমরা নিজেদের বাড়ি বদল করে নিও। তার জন্যে যত টাকা চাও আমি দেব। "



“ ঠিক আছে আমরা তাই করব। “ এই বলে ওরা দুজনে ওখান থেকে চলে গেল। কিছুক্ষণ পরে ওরা দুজনে গাড়িতে নিজেদের সব জিনিস পত্তর নিয়ে চলে গেল। ওদের চলে যেতে দেখে ধানীরাম খুব খুশি হোল।

“ ভালই হোল, ওরা বাড়ি খালি করে চলে গেল। আমি এইবার নিশ্চিন্তে ঘুমোতে পারব। “ এই ভেবে ও ঘুমোতে চলে গেল।



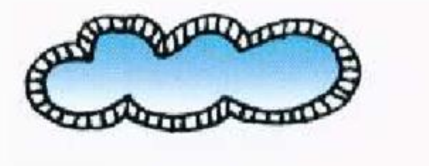
পরের দিন ধানিরামের বাড়ির দান আর বাঁ দিক থেকে ফের আবার ওই আওয়াজ আসতে থাকে। ও খুব অবাক হয়ে যায়। তখন নিজের বাড়ির চাকরদের খোঁজ নিতে পাঠায় ব্যাপারটা জানার জন্যে।

ফিরে এসে চাকর রা ওকে জানায় “ হুজুর, ওরা নিজদের বাড়ি নিজেদের মধ্যে অদল বদল করে নিয়েছে। কামারের বাড়িতে ছুতোর আর ছুতোর বাড়িতে কামার।

একটি কোরিয়ান গল্প



পাখিটি কার



সকালের সময়। বাগানে নানান রঙের ফুল ফুটেছে। পাখিরা চারিদিকে কিচিরমচির করছে।



এমন সময় রাজকুমার সিদ্দার্থ বাগানে ঘুরতে এসেছেন। হটাৎ পাখিরা চিৎকার করে আওয়াজ করতে লাগল। সব পাখিরা যেন ঘাবড়ে গিয়ে এদিক ওদিক উড়তে লাগল।

সিদ্ধার্থ এদিক ওদিক দেখতে লাগল আর ভাবতে লাগল "এই পাখিগুলোর হল কি?" তখনি ওর পায়ের কাছে একটা হাঁস এসে পড়ল। ওর শরীরে একটা তীর বিধে ছিল। পাখিটি কষ্টে ছটপট করছিল।



সিদ্ধার্থ হাঁস টাকে কোলে তুলে নেয়। ওর শরীর থেকে তীরটা খুব সাবধানে বার করে। ঘায়ে মলম লাগিয়ে নিজের কোলে শুইয়ে হাঁস টার গায়ে হাত বুলাতে থাকে। তখন গিয়ে হাঁস টা একটু শান্ত হয়।

কিছুক্ষন পরে সিদ্ধার্থের ভাই দেবদত্ত ওখানে দৌড়াতে দৌড়াতে এসে পৌঁছায়। আর বলে “ ওই পাখিটা আমাকে দিয়ে দেও, ওটা আমি মেরেছি।



সিদ্ধার্থ বলে " পাখিটা আমার। আমি ওকে প্রাণে বাঁচিয়ে তুলেছি।" এই বলে পাখিটার পিঠে হাত বোলাতে বোলাতে রাজমহলের দিকে চলে যায়। দেবদত্ত তখন ওর পিছন পিছন আসে।

দুজনে তখন রাজার কাছে যায়। দেবদত্ত রাজাকে নালিশ করে যে " সিদ্ধার্থ আমার পাখিটা আমাকে দিচ্ছে না।"

সিদ্ধার্থ তখন বলে " পিতৃদেব, দেবদত্ত পাখিটাকে তীর মেরে আহত করেছে। কিন্তু আমি ওর প্রাণ বাঁচিয়েছি। অতএব পাখিটা আমার।"



দেবদত্ত বলে " না পিতা, আমিই পাখিটা আগে দেখি। অতএব পাখিটা আমার। "

রাজা কিছুক্ষণের জন্যে চিন্তায় পরে যায়। তার পর রাজা নিজের ন্যায় শোনায় " দেবদত্ত, তুমি হাঁস টাকে মারতে চেয়েছিলে, কিন্তু সিদ্ধার্থ ওর প্রাণ বাঁচিয়েছে। যে মারে তার থেকে যে প্রাণে বাঁচায় সেই বড় হয়। তাই হাঁস টা সিদ্ধার্থের। "



P. Saraswati	V. Vijayakanthi	**Publisher**	Rajalakshmi Srinivasan Memorial Foundation
L. S. Saraswathi	S. Rajalakshmi	**Bengali**	Pradeep Bhattacharya
		Artist	Uma Krishnaswamy

উট আর শেয়াল

এক বার এক শেয়াল খুব উৎসাহিত হয়ে বলে “ উট ভাই! একটু নদীর ওই পারে দেখ। ওখানে কত শসার গাছ হয়েছে। চলো আমরা ওদিক যাই। “

উট বলে “ নিশ্চই, নিশ্চই, চলো যাই। “ উট তখন শেয়ালকে নিজের পিঠের উপর বসিয়ে নিল। দুজনে নদীর ওপারে শসার ক্ষেতে গিয়ে খুব মজা করে শসা খেতে লাগল। শশাগুলো খুবই খেতে ভাল লাগছিল।





শেয়ালের পেট তো ছোট। তাই সে দু চারটে খেতেই ওর পেট ভোরে গেল। তখন সে আনন্দে এদিক ওদিক ছুটতে লাগল। উট তো খেতেই ব্যস্ত।

"উট ভাই! তোমার কি পেট ভরেনি, খাওয়া শেষ হয়নি?" বার বার জিজ্ঞেস করতে লাগল।

"আমার পেট তো অনেক বড় তাই এখনও অর্ধেক ও ভরেনি। তুমি একটু চুপ কর, আমাকে খেতে দেও" উট উত্তর দিলো।

কিন্তু শেয়ালের কি আর চুপ থাকা যায়। ও বলে "পেট ভরে খরার পরে আমি আর চুপ থাকতে পারিনা।" এই বলে সে আকাশের দিকে চেয়ে " হুক্কা হুয়া" বোলে চিৎকার করতে লাগলো।



তাই না শুনে আসে পাসের গ্রামের লোকজন সব ডান্ডা হাতে নিয়ে ছুটে আসে। শেয়াল তো ছুটে গিয়ে নদীর ধারে চলে যায়।

বেচারা উট তো আর ছুটতে পরে না, ধরা পরে যায় আর খুব মার খায়।

অনেক কষ্ট করে ও নদীর ধারে গিয়ে পৌঁছাল।

শেয়াল তখন সহানুভুতি দেখানোর ভান করে বলে " হায়, হায় ভাই, কত নির্মম ভাবে তোমাকে মেরেছে। আমার খুব কষ্ট হচ্ছে তোমাকে দেখে। "

উট বলে "কোনও চিন্তা নেই ভাই, তুমি আমার পিঠে তাড়াতাড়ি চেপে বস। আমরা এখান থেকে চলে যাই। " ওরা দুজনে যেই না নদীর মাঝা মাঝি পৌঁছেছে, উট টা হটাৎ রুখে যায় আর এদিকে ওদিকে দুলতে থাকে।

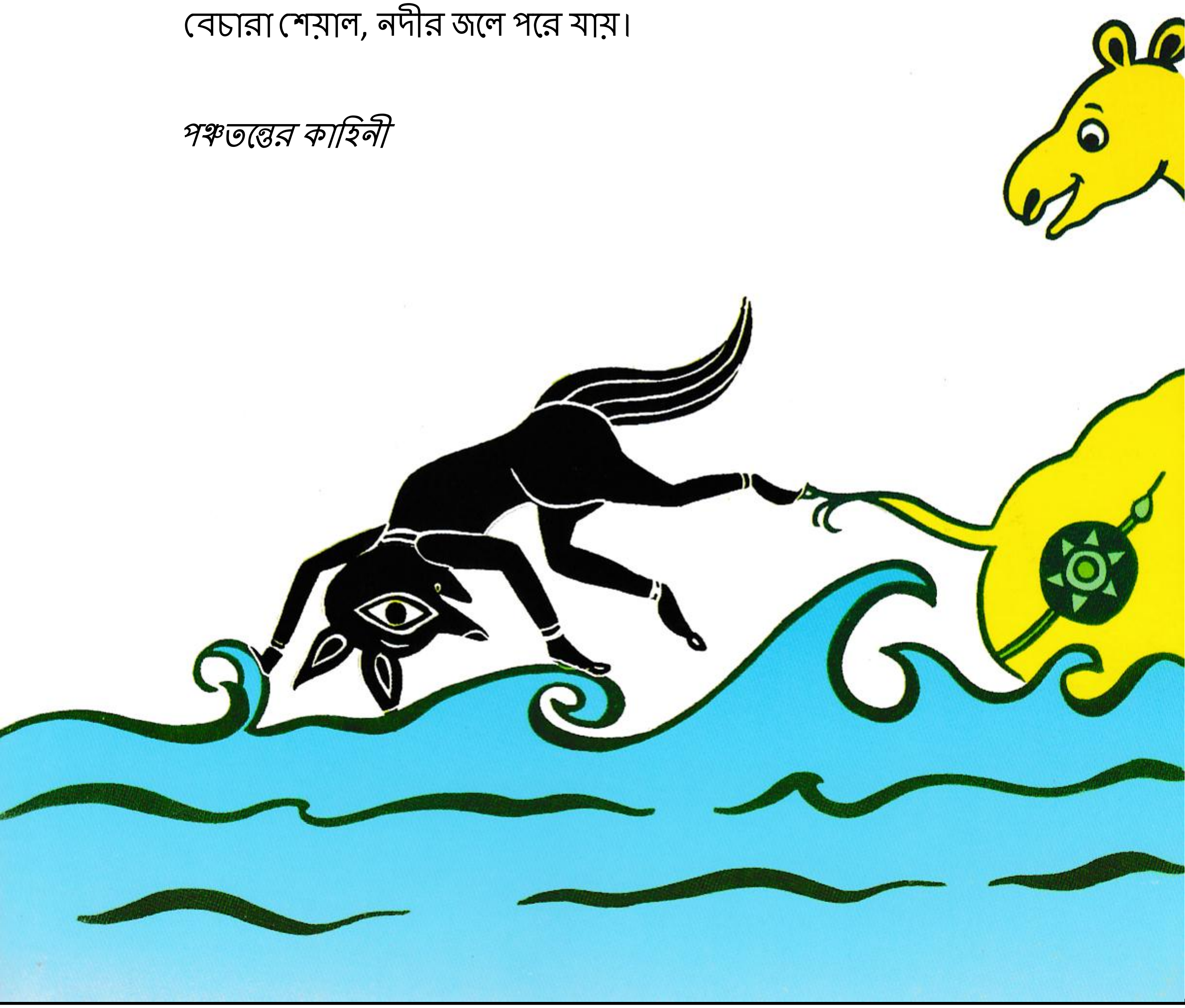


শেয়াল তখন ঘাবড়ে গিয়ে বলে, “ আরে ভাই উট, এতো দুলছো কেনো? আমিতো পরে যাব নদীতে। “

উট বলে “ পেট ভোরে খাবার পরে এই ভাবে নদীতে দোলা খেয়ে লুটিয়ে পরা আমার স্বভাব। কি করি ভাই। “ এই বলে উট নদীর জলে লুটিয়ে পরে।

বেচারা শেয়াল, নদীর জলে পরে যায়।

পঞ্চতন্ত্রের কাহিনী



© Katha Jharna 2008		Publisher	Rajalakshmi Srinivasan Memorial Foundation
P. Saraswati	V. Vijayakanthi	Bengali	Pradeep Bhattacharya
L. S. Saraswathi	S. Rajalakshmi	Artist	Uma Krishnaswamy

বুদ্ধিমান ডাল

হটাৎ গাছের একটা ডাল “ ফট” করে ভেঙ্গে নিচে পড়ল।

ওই ডালটা চুপচাপ মাটিতে পড়ে থাকলো কি?





একদম না। চারিদিকে ঘুরে বেড়াতে লাগল। নদীর জলে ভাসতে লাগল।

হটাৎ একটা গানের আওয়াজ ভেসে এল। ডালটা উপরে চেয়ে দেখল। একটা কোকিল গাইছিল।

ডালটা মন দিয়ে গান শুনতে লাগল। ও কোকিলের গানের প্রশংসা করতে চাইল, কিন্তু কিছু বলতে পড়ল না।

কিছুদূর গিয়ে ডালটা অনেক গুলো কাঠবিড়ালিদের তাদের খাবারের ব্যবস্থা করতে দেখল।





ডালটা ওদের বলেতে চাইলো যে " আমার কাছে বীজগুলো একজায়গায় করার ভাল উপায় আছে" , কিন্তু ও বলতে পারল না। একটা ডালকে কে বিশ্বাস করবে।

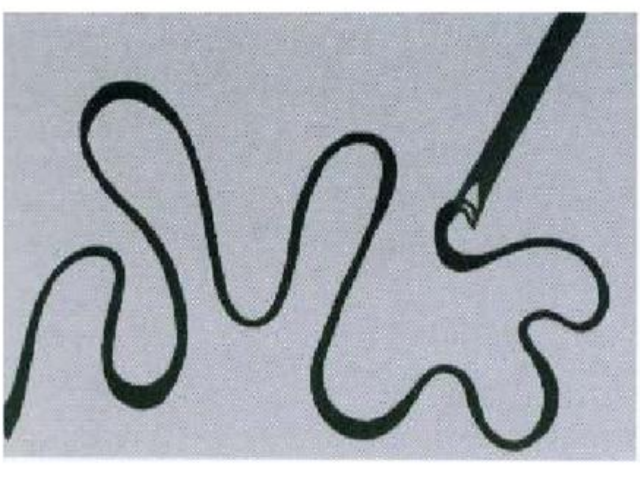
কিছু দূরে গিয়ে ওর দেখা একটা ব্যাঙের সাথে হল। ব্যাঙটা একটা কবিতা লিখছিল।



ডালটা দু চারটে কবিতার লাইন বলে ওকে সাহায্য করতে চাইল। কিন্তু তা হবার নয়।

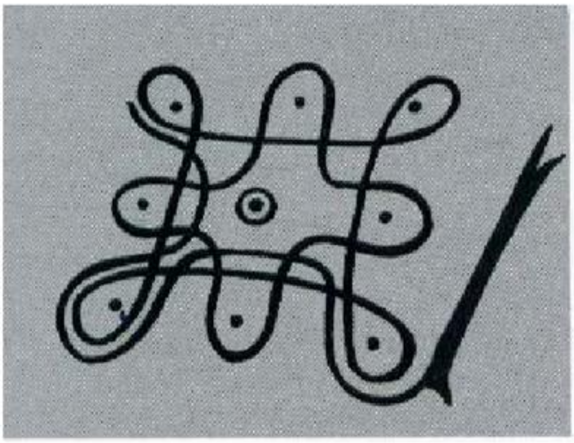
পাশে এক ঝোঁপে একটা গোলাপ ফুল দেখতে পেল।

ডালটা ওকে বলতে চাইল " তুমি কতো সুন্দর।" কিন্তু হায়, ও নিজের মনের কথা বলতে পারল না।



উদাস মনে ডালটা তখন নিজেকে বালুর উপর টানতে টানতে বাড়ির দিকে চলে গেল।

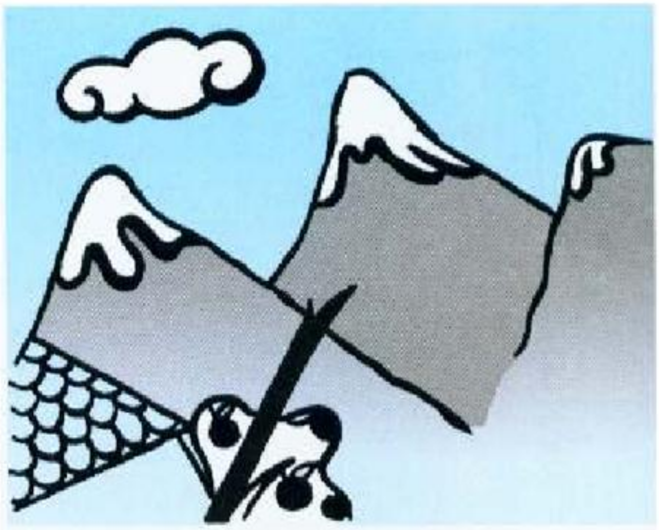
বাড়ি ফিরে পিছন ফিরে তাকিয়ে দেখল। আরে বাহ্‌। চলতে চলতে বালুর উপরে লাইনের দাগ পরে গেছে। ডালটা খুব খুশি হয়ে নেচে উঠল।



ও আরো কিছু লাইন টানতে লাগল আর আঁকতে লাগল।

যেমন যেমন ও আঁকতে লাগল, সব গাছ, পশু আর পাখিরা তা মন দিয়ে দেখতে লাগল। কিন্তু ডালটার ওদিকে কোন মন ছিলনা।

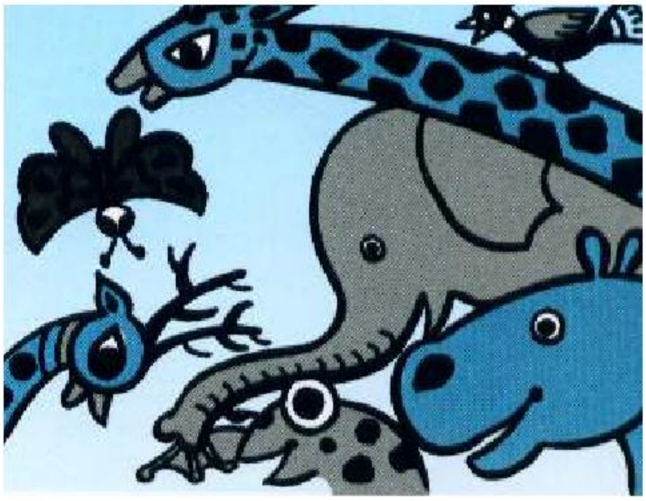
ও পর পর অনেক চিত্র এঁকে ফেলল। তাতে জঙ্গলের মাটিতে অনেক সুন্দর দৃশ্য ফুটে উঠল। যাকিনা আজ পর্যন্ত কেউ দেখেনি।



সবাই ডাল কে খুব উৎসাহ দিতে লাগল।



প্রজাপতিরা গুনগুন করতে লাগল। গাছ সব ওই ডালতার প্রশংসা করতে শুরু করে দিল। গোলাপ ফুলটা ওকে দেখে আনন্দে হাসতে লাগল।



“ টপ.... টপ... “ বৃষ্টি শুরু হয়ে গেল তখনি। সব জন্তু জানোয়ার এদিক ওদিক পালিয়ে লুকিয়ে পড়ল।



হায়! এক মুহূর্তে ডাল যা সব এঁকেছিল সব মিটে গেল।

কিন্তু ডালের এতে কোনো কষ্ট হোল না মনে। কারণ ও জানত ওর যখনই ইচ্ছে হবে এর থেকেও আরো ভাল আঁকতে পারবে সে। আর নিজের মনের কথা সব জানাতে পারবে।

জন লেকনারের কাহিনী

‘Clever stick’ অবলম্বনে



Publisher Rajalakshmi Srinivasan Memorial Foundation

P. Saraswati V. Vijayakanthi

L. S. Saraswathi S. Rajalakshmi

Bengali Pradeep Bhattacharya

Artist Uma Krishnaswamy

এক বাঁদর শিশু সব ফল খেয়ে নিল

একদিন এক বাঁদর শিশু একটা তরমুজের খেতের ভিতর গিয়ে পেছাল। ওখানে অনেক তরমুজ দেখতে পেল সে। ও তখন একটা তরমুজ ডাল থেকে ভেঙ্গে নিয়ে তার ওপরের মোটা খোসাটা খেতে লাগল।

অল্প কিছু খেয়ে ও তরমুজটা ফেলে দিল, " ছি ছি! কি বাজে খেতে।"

পাশেই একটা বাছুর দাড়িয়ে ছিল। সে বলল, "তরমুজের ভেতরটা খেতে হয়, ওপরের খোসা নয়। "



বাছুরটা র পুরো কথা না শুনেই বাঁদরের বাচ্চাটা দৌড়ে খেতের ভিতর চলে যেতে যেতে বলে, ”ভেতরটা খেতে হয় কেনা জানে?”

এবার তরমুজ ভেঙ্গে ভেতরের বিচির ভাগটা খেতে লাগল।

তখন এক শিশু গাধা কাছে এসে বলে,” আরে ভাই! তরমুজের খোসার নিচের নরম ভাগটা খেতে হয়, বিচিগুলোর ভাগ নয়। “





বাঁদরের বাচ্চাটা তখন মুখের ভিতরের খাওয়া অংশটা ফেলে দিয়ে বলে, ” তা তো আমি আগেই জানতাম। “

তখন ওই বাঁদর শিশুটি একটা বাদামের গাছে উঠে গিয়ে বাদাম ভেঙ্গে খেতে আরম্ভ করে। এই দেখে গাছে বসে থাকা এক নীলকন্ঠ পাখি বলে,” বাদামের ওপরের খোসা টা খায় না। “

শিশু বাঁদর ওই কোথায় কান না দিয়ে বলে ওঠে, “ বাদামের বাইরের খোসা খায় না….”

আর জোরে বাদামের খোসায় দাঁত দিয়ে কামড় দেয়। আর কি, খোসায় ওর দাঁত ভেঙ্গে যায়। “ হায় রে! আমার দাঁতটা ভেঙ্গে গেলো। “ আর ডিগবাজি খেয়ে গাছ থেকে নিচে লাফ দিল।





নীলকন্ঠ পাখি ওকে আবার বোঝায়, ”বাদামের খোসা খায় না, ওর ভেতরের ভাগ টা খায়। “

এবার ওই বাঁদর শিশুটি একটা নাশপতির গাছে চড়ে, নাশপতির ডাল থেকে ছিঁড়ে নিয়ে গাছের ডালে জোরে জোরে মেরে থেঁতলে ওটাকে ভাঙ্গে আর ভেতরে নাশপতির বীচি গুলি খেতে শুরু করে। “ হয় রে! খুব তিত। “

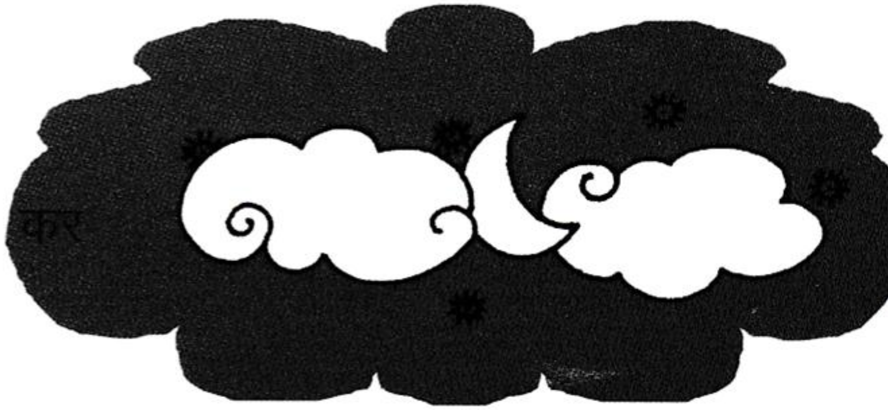
নীলকন্ঠ পাখি তখন ওর কাছে উড়ে গিয়ে জিজ্ঞেস করে, ”কেমন লাগলো খেতে। “ বন্দর শিশুটি নাশপতি টা নীলকন্ঠ পাখির দিকে ছুড়ে মারে আর বলে, “ আমি আর কোনো দিন কোনো ফল খাব না। “

চীন দেশের গল্প

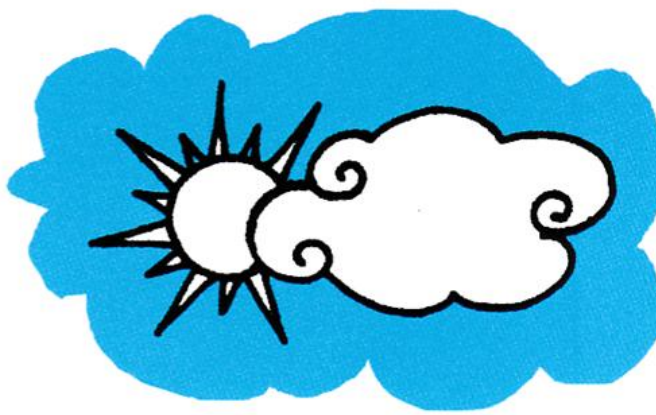


© Katha Jharna 2008		Publisher	Rajalakshmi Srinivasan Memorial Foundation
P. Saraswati	V. Vijayakanthi	Bengali	Pradeep Bhattacharya
L. S. Saraswathi	S. Rajalakshmi	Artist	Uma Krishnaswamy

এসো, খোঁজ করি



দৌড়ে দৌড়ে, ডিগবাজি খেতে খেতে,
গর্তে লাফিয়ে, ঝাঁপিয়ে,
দূর, দূর চলে যাই
জীবেদের তৃষ্ণা মিটাই।



গরিবদের এটা বিছানা
সব দিকে ছড়ানো এটা
গায়ে জরালেও জরায়না না
কি সেই খেয়ালী জিনিসটা।

বিনা শরীরে খেলে, ঘোরে, এমনি বিশেষ
বিনা তার নেই জীবের নিঃশেষ
দেখা না দিয়েও ছুঁয়ে যায় এমনি তার রহস্য।

কাগজে দিলে খেয়ে নেয়
জল খেলেই মরে যায়।



নীল ছাত যেন   মাথার উপরে
ধরতে না পারি তারে
যতই কাছে ওর যাই
খালি হাতে ফিরি তাই।

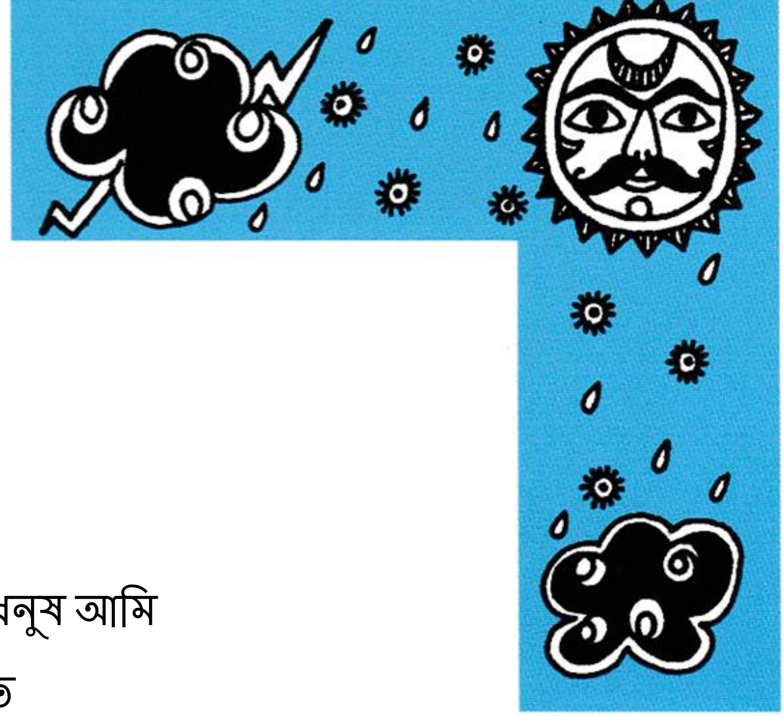
আকাশে চকমক করি
গুর গুর করি শব্দ,
নজরে যদি পরি কার
চট চোখ তার হয়ে যায় বন্দ।

ঝম ঝমা ঝম খুব পরে,
ও আসে তো জমি হাসে।

আকাশে উড়ে বেড়াই
ভাপে, ফোঁটায় আমার প্রাণ
সাদা থেকে হই যখন কালো
ঝরে পরি আনমনে

এমন   একটা বাগান আছে, যাতে ফোটে ফুল রাতে
দিনের আলোয় তা, কেও না পায় হাতে।





লাফিয়ে ঝাঁপিয়ে গান গেয়ে
জীবের জয় করি মন
নদীদের নিজের জড়িয়ে গলায়
সারা বিশ্বে ঘুরে বেড়াই।

সবথেকে বড় ধনুষ আমি
রং আমার সাত
যতই করো চেষ্টা
কেও পারেনা লাগাতে হাত।

তার বিনা ঘুরত না পৃথিবী, হতো না ফসলে প্রাণ
না হতো রাত, না হতো দিন, হতো না গ্রীষ্ম না বর্ষা।

আকাশে থাকি আমি, সব বাচ্চার আমি মামা
দিনে লুকোই, রাতে বেরোই, কয় রামা শ্যামা।

(হাওয়া, বর্ষা, পৃথিবী, ইন্দ্রধনুষ,
আকাশ, সূর্য, বজ্র, চাঁদ
আগুন, তারা, বাদল, জল, সমুদ্র)

আশেপাশের কোন জিনিস, চট করে কি বলতে পারবে
সুগন্ধ হোক বা দুর্গন্ধ, তার থেকে কি লুকোতে পারবে।

তুমি মিষ্টি না টক- ঝাল, তোমার মধ্যে আছে নুন কম,
আমিই সব বলতে পারি, আছে কি আর করুর দম।

গাছে বসে আছে তোতা পাখি, বক খায় মাছ আজ,
তারাতারি বল দেখি, আমাকে বলার কার এই কাজ।

কোকিল করে মধুর গান, পাখিরা করে কোলাহল,
কি করে জানি আমি, হাঁতিরা করছে হুল্লোড়।

শরীরের এটা কবচ, সর্দি না গরম জানায় এই পাগলা,
কেউ গৌড় চাঁদ আবার কেও বা কেষ্ট কালা।

(নাক, জীভ, চোখ, কান আর ত্বচা)

Publisher Rajalakshmi Srinivasan Memorial Foundation

P. Saraswati V. Vijayakanthi
L. S. Saraswathi S. Rajalakshmi

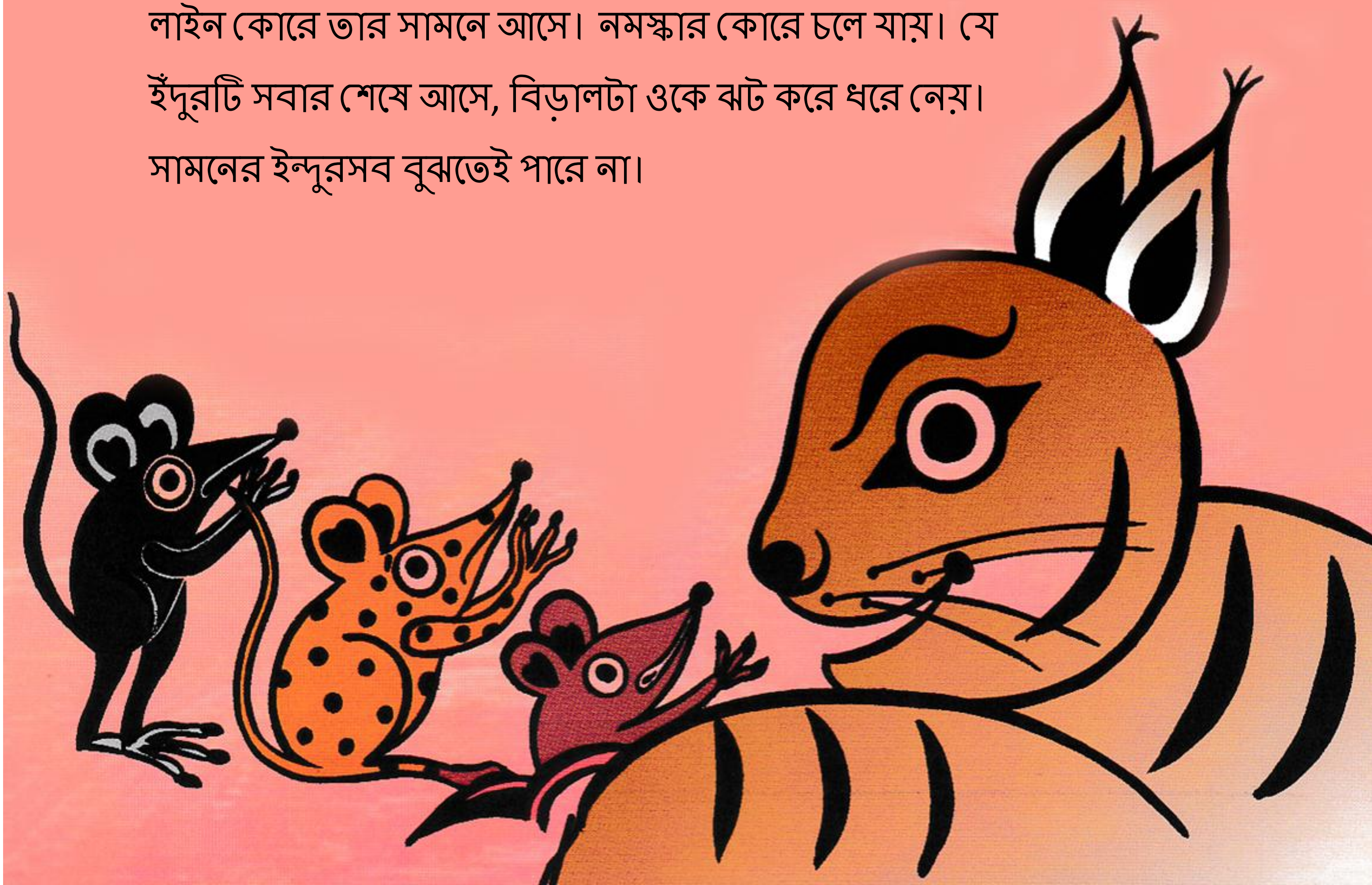
Bengali Pradeep Bhattacharya
Artist Uma Krishnaswamy

ইঁদুরদের মিছিল

ইঁদুরদের ধরার জন্যে এক বিড়াল রনি একটা পরিকল্পনা করে।

একদিন এক বিড়াল তার আশেপাশে থাকা সব ইঁদুরদের ডেকে বলে,” বন্ধুগন, আমি এত দিন ধরে তোমাদের উপর খুব অত্যাচার করেছি। আমি তাই খুব দুঃখিত। এবার থেকে তোমরা সবাই নিশ্চিন্তে বাঁচতে পারবে। শুধু তোমাদের আমার একটা নিবেদন আছে। তোমরা শুধু সকাল বিকেল লাইনকরে আমার সামনে আসবে। শুধু আমাকে নমস্কার কোরে চলে যাবে। তাতেই হবে। “ ইঁদুর সব এতে খুশি হয়ে রাজি হয়ে গেল।

বিড়াল রোজ তার সিংহাসনে বসে আর সব ইঁদুর গুল লাইন কোরে তার সামনে আসে। নমস্কার কোরে চলে যায়। যে ইঁদুরটি সবার শেষে আসে, বিড়ালটা ওকে ঝট করে ধরে নেয়। সামনের ইন্দুরসব বুঝতেই পারে না।



এই ইঁদুরদের মাঝে আম্বো – শাম্ব নামে দুই চালাক ইঁদুর ছিল। ওরা ভুঝতে পারে ওদের সংখ্যা কমছে। ওরা সবাই মিলে এক পরিকল্পনা করে। আম্ভ লাইনে সবার আগে ও শাম্ভ লাইনে সবার পিছনে থাকে।

আম্ভো সামনে থেকে ডাকে ,” শাম্ভো তুমি কোথায়?” শাম্ভ পিছন থেকে উত্তর দেয়, ”আম্ভ, আমি এখানে। “ এইভাবে লাইনে এগোতে এগোতে ডাক দিতে দিতে ওরা এগিয়ে যায়।

বিড়ালটা কিছু করতে পারল না। ও যদি শেষের ইঁদুরটি খায় তালে ওর চালাকি ধরা পরে যাবে। ওইদিন বেচারা বিড়ালটা না খেয়ে থাকলো। ঘুমোতে পারল না।



বিড়ালটা ভাবলো, ”আজ যা হবার হয়ে গেছে অজান্তে, কাল যে করেই হোক শেষের ইঁদুরটি ধরবই। “

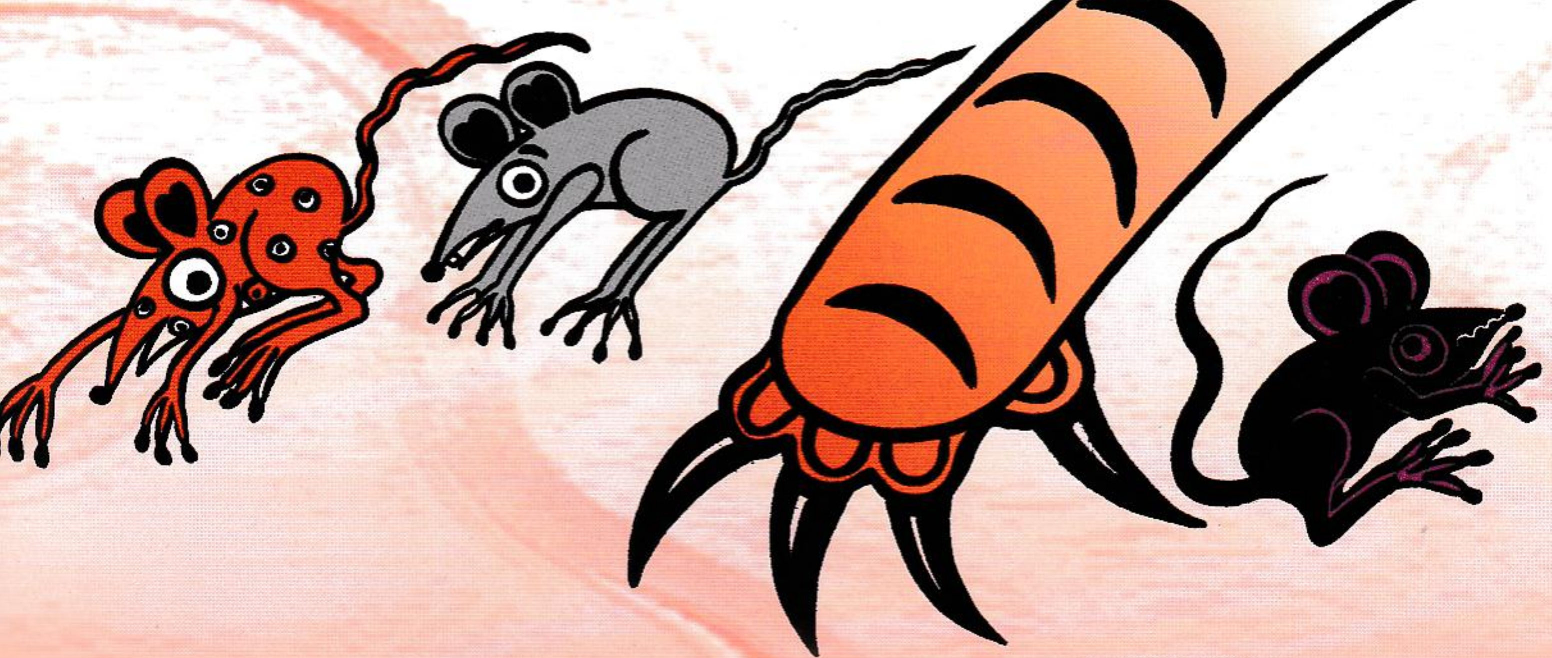
পরের দিন শন্তো লাইনের সামনে আর আম্ব লাইনের পেছনে থাকে। একে অপরকে ডাক দিতে দিতে এগিয়ে যায়। বিড়ালটা আজো ধরতে পারলো না।

“ আরো একটা দিন দেখি। “ এই চিন্তা করে বিড়ালটা তার রাগ সামলে রাখে।



ওইদিন রাত্রে ওরা দুজনে নিজেদের সাথীদের সাবধান করে দিয়ে বলে, ”বিড়ালের চেহারায় একটুও রাগের আভাস পেলে তাড়াতাড়ি পালিয়ে যাবে। “

পরের দিন ইঁদুরদের মিছিল বেরোল। রোজকার মতন আম্ভ ডাক দিলো, ”শাম্ভ কোথায়?”



আর কি! বিড়াল আর থাকতে পারল না। ইঁদুরদের উপর হামলা করে দিল।



ইঁদুরগুলো তো আগে থেকেই তৈরি ছিল। ওদের কি আর ধরা যায়! ওরা দৌড়ে পালিয়ে গেল। বিড়াল তখন নিজের হাত কচলাতে লাগল।



একটি তিব্বতী লোক কথা



© Katha Jharna 2008		Publisher	Rajalakshmi Srinivasan Memorial Foundation
P. Saraswati	V. Vijayakanthi	**Bengali**	Pradeep Bhattacharya
L. S. Saraswathi	S. Rajalakshmi	**Artist**	Uma Krishnaswamy

খালি গামলা

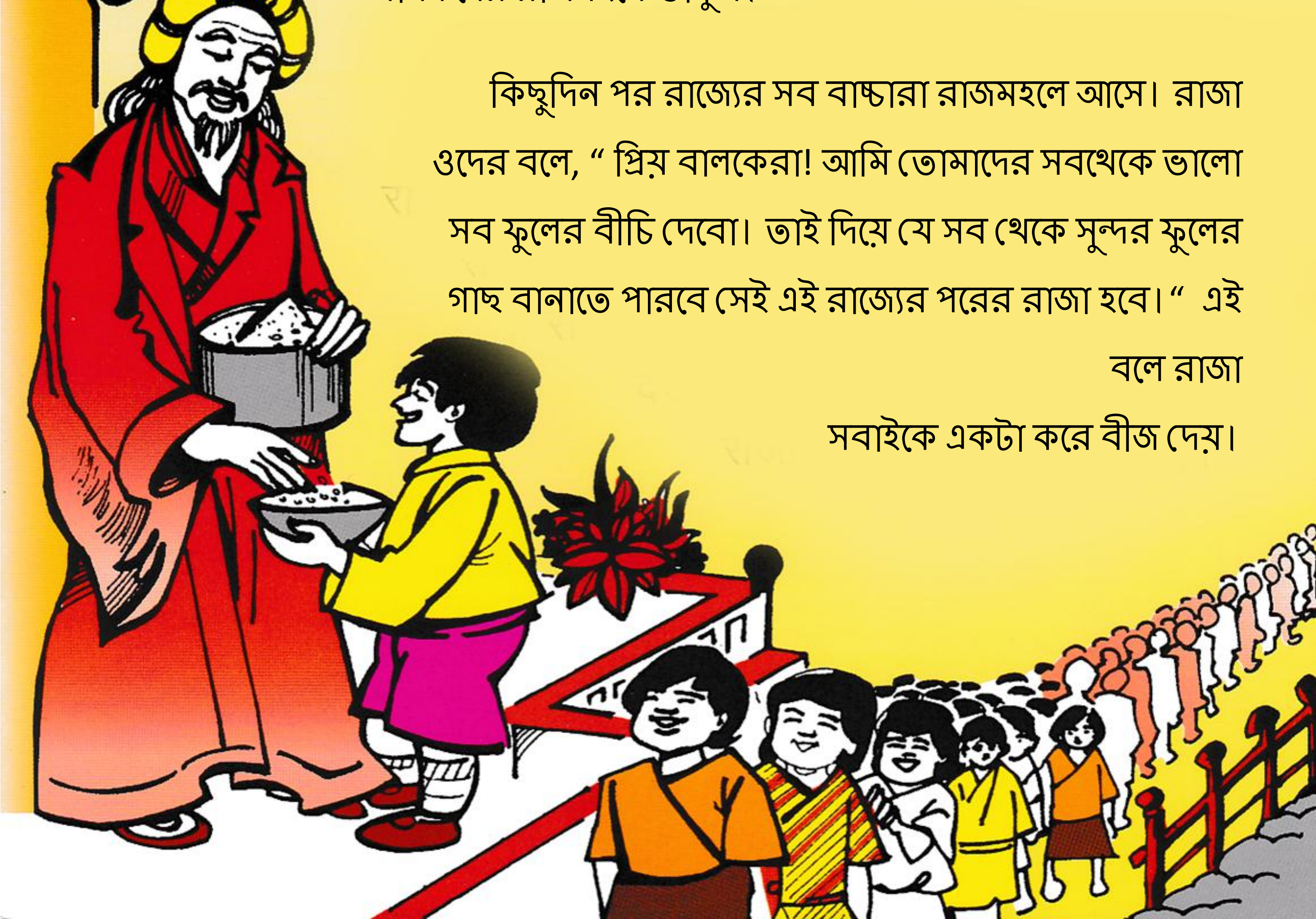
চীন দেশে এক পিং নামের ছেলে থাকত। ওর ফুল খুব পছন্দের ছিল। ওর লাগান সব গাছে খুব ফুল ও ফল হোত। সব গাছ খুব সুন্দর ও স্বাস্থ্যবান হোত।

ওই দেশের রাজা নিজেও ফুল খুব ভাল বাসত। নিজের ফুলের বাগান নিজেই দেখা শোনা করত। ওর সারা রাজ্যে ফুলের বাগান আর ফুলের সুগন্ধে ভরা ছিল।

এক দিন রাজা তার মন্ত্রীকে ডেকে বলে,” আমি বুড়ো হচ্ছি। আমাকে আমার পরের রাজা নির্বাচন করতে হবে। রাজ্যের সব বালকদের রাজমহলে ডাকুন। “

কিছুদিন পর রাজ্যের সব বাচ্চারা রাজমহলে আসে। রাজা ওদের বলে, “ প্রিয় বালকেরা! আমি তোমাদের সবথেকে ভালো সব ফুলের বীচি দেবো। তাই দিয়ে যে সব থেকে সুন্দর ফুলের গাছ বানাতে পারবে সেই এই রাজ্যের পরের রাজা হবে। “ এই বলে রাজা

সবাইকে একটা করে বীজ দেয়।



ছোট্ট পিং আনন্দের সাথে বীজ নিয়ে নেয়। ও তার হামলায় বীজটা লাগিয়ে দেয়। ওর বিশ্বাস যে ওরি গাছে সবার থেকে সুন্দর ফুল ফুটবে। রোজ ও বীজে জল দিতো। কবে গাছের চারা বার হবে তার জন্যে অধীর হয়ে অপেক্ষা করতে লাগলো।



এক এক করে দিন কাটতে লাগলো। কিন্তু বীজ থেকে চারা আর বার হলো না। পিং চিন্তায় পরে গেলো। ও তখন গামলার মাটি বদল করে অন্য এক বড় গামলায় বীজটা লাগলো। ওই বড় গামলাতেও বীজ থেকে অঙ্কুর বার হলো না। এক বছর শেষ হতে এলো।

রাজমহলে যাবার দিন এসে গেলো। বাচ্চারা সব নুতন জামা পরে তৈরি হলো। তারা সবাই নানান রঙের ফুলের গাছ নিয়ে রাজমহলের দিকে রওনা দিলো।



কিন্তু পিং খুবই দুঃখিত ছিল। " শুধু আমারই কেন গাছ হলো না? সবাই আমার খালি গামলা দেখে হাঁসবে। " এই ভেবে ও রাজভবনে যেতে ভয় পেতে লগলো।

পিংয়ের বাবা তখন ওকে উৎসাহিত করে বলে," তুমিতো সব সুন্দর সব ফুলের গাছ লাগিয়েছ। এইবারও অনেক চেষ্টা করেছিলে। , ব্যাস এতেই অনেক। যাও রাজমহলে গিয়ে রাজার সাথে দেখা কর। "

রাজা সব বাচ্চাদের গাছ একটা একটা করে দেখে। শেষে পিঙ্গের কাছে আসে। "তুমি খালি গামলা নিয়ে কেন এসেছ?"



পিং কাঁদতে লাগে, “ আমাকে দেওয়া বীজ আমি লাগাই। রোজ জল ও দিয়েছি। কিন্তু অঙ্কুর আর বেরোয় নি। আমি মাটিও পালটেছি। তাও গাছ বের হল না?”



রাজার হাঁসি এসে যায়। বাচ্চাদের ডেকে বলেন,” এই বাচ্চাই এই দেশের রাজা হবার যোগ্য। “ সবাই খুব অবাক হয়ে যায়।

রাজা বলেন, “ তোমরা সবাই বীজ সব কোথা থেকে নিয়েছ জানিনা। আমি যে বীজ দিয়েছিলাম তা সব পাকা ছিল। ওই বীজ থেকে গাছ বেরোতে পারেনা। আমি পিংয়ের সততার খুব প্রশংসা করছি। “

একটি চিনি লোককথা



© Katha Jharna 2008		Publisher	Rajalakshmi Srinivasan Memorial Foundation
P. Saraswati	V. Vijayakanthi	Bengali	Pradeep Bhattacharya
L. S. Saraswathi	S. Rajalakshmi	Artist	S. P. Raju

চাঁদ আর দর্জী



শীতের দিন ছিল। দর্জী তার দোকান তাড়াতাড়ি বন্দ করে দিয়ে আনমনে বাড়ির দিকে হাঁটা দিল। তখনি ওর একটি আস্তে আস্তে কারোর কথা কানে আসে। " আমার খুব ঠাণ্ডা লাগছে। রাত্রে আমাকে অনেক দূর যেতে হয়। তুমি কি আমাকে একটা গরম কোট সেলাই
করে দেবে!"

" আরে! আওয়াজটা কোন দিক থেকে আসছে? দর্জী এই বোলে এদিক ওদিক দেখতে লাগল।



" দেখ! আমি এদিকে। " কথা আর কারোর না, চাঁদের ছিল। চাঁদটা ঠান্ডায় কুঁকড়ে অর্ধেক হয়ে গেছে।

দর্জী মনে মনে ভাবল, " ঠান্ডায় মনেহয় চাঁদটা কুঁকড়ে গেছে। " দর্জী ঠিক করে কিছুদিনের মধ্যেই ও চাঁদকে একটা কোট সেলাই করে দেবে।

অনেক চেষ্টা করলো। কিন্তু হায়! ওতে চাঁদকে ঢোকাতেই পারলো না।

দুঃখ পেয়ে চাঁদ বলে," আমি জানতাম। তুমিতো আমার নাপি নেওনি। তাহলে কোট কি করে বানাবে। "

দর্জী বলে," কি করে তোমার নাপ নেব আমি?"

এক চিল ওদের কথা শুনছিল। সঙ্গে সঙ্গে চিলটা বলে," দর্জী ভাই! তুমি তোমার নাপ নেবার ফিতেটা আমাকে দেও। আমি চাঁদের নাপ্ নিয়ে আসব। "

চিল তখন চাঁদের চারিদিকে চক্কর কাটতে লাগল। মনদিয়ে নাপ নিল।

তখন উৎসবের দিন ছিল। দর্জী এক সপ্তাহের পরেই কোটটা সেলাই কোরতে পারল।

কোটের উপরে রকমারি কারুকার্য দেখে চাঁদ খুব খুশি হোল।
ও আর থাকতে পারল না। তারাতারি গায়ে দিল।
কিন্তু অনেক চেষ্টা করেও গায়ে হোল না।

" তুমিই দেখো! খেয়ে খেয়ে কতো মুটিয়ে গেছ।
এই কোট তোমার গায়ে কখনোই হবে না। " দর্জী
রেগে চিৎকার করে উঠল।



চাঁদ বলে,” দোষতো তোমার। কোট সেলাই করতে এত দিন কেন নিলে?”

আবার অনুরোধ করলো,” শুধু আরেকবার সেলাই করে দেও!”

“তুমি আর মোটা হয়ে যাবেনাত?” এই বলতে বলতে দর্জী চলে গেল।



নীল, লাল, কাল, হলদে আর অনেক রঙের কাপড় জুড়ে কোট বড় করে সেলাই করতে লাগল। তাতে কদিন লেগে গেল। কিন্তু দেখতে খুবই সুন্দর লাগছিল।



দর্জী তখন ওই কোট চাঁদের কাছে নিয়ে গেল। কিন্তু চাঁদ তখন আর গোল কোথায়? কোট তখন ওর জন্যে অনেক বড়।

চাঁদ তখন বিরবির করে বোলতে লাগলো,” এই ঢিলে কোট দিয়ে কি আমার ঠাণ্ডা যাবে?”

“আমি কি জানি?” বলে দর্জী রেগে চিৎকার করে উঠল।



সর্ব শ্রেষ্ঠ দর্জী – তার এত বছরের উপার্জন করা শুনাম সব নষ্ট হয়ে গেল।

বেচারা দর্জী! যখনই সে চাঁদকে দেখে, রাগে দাঁত করমর করতে থাকে।

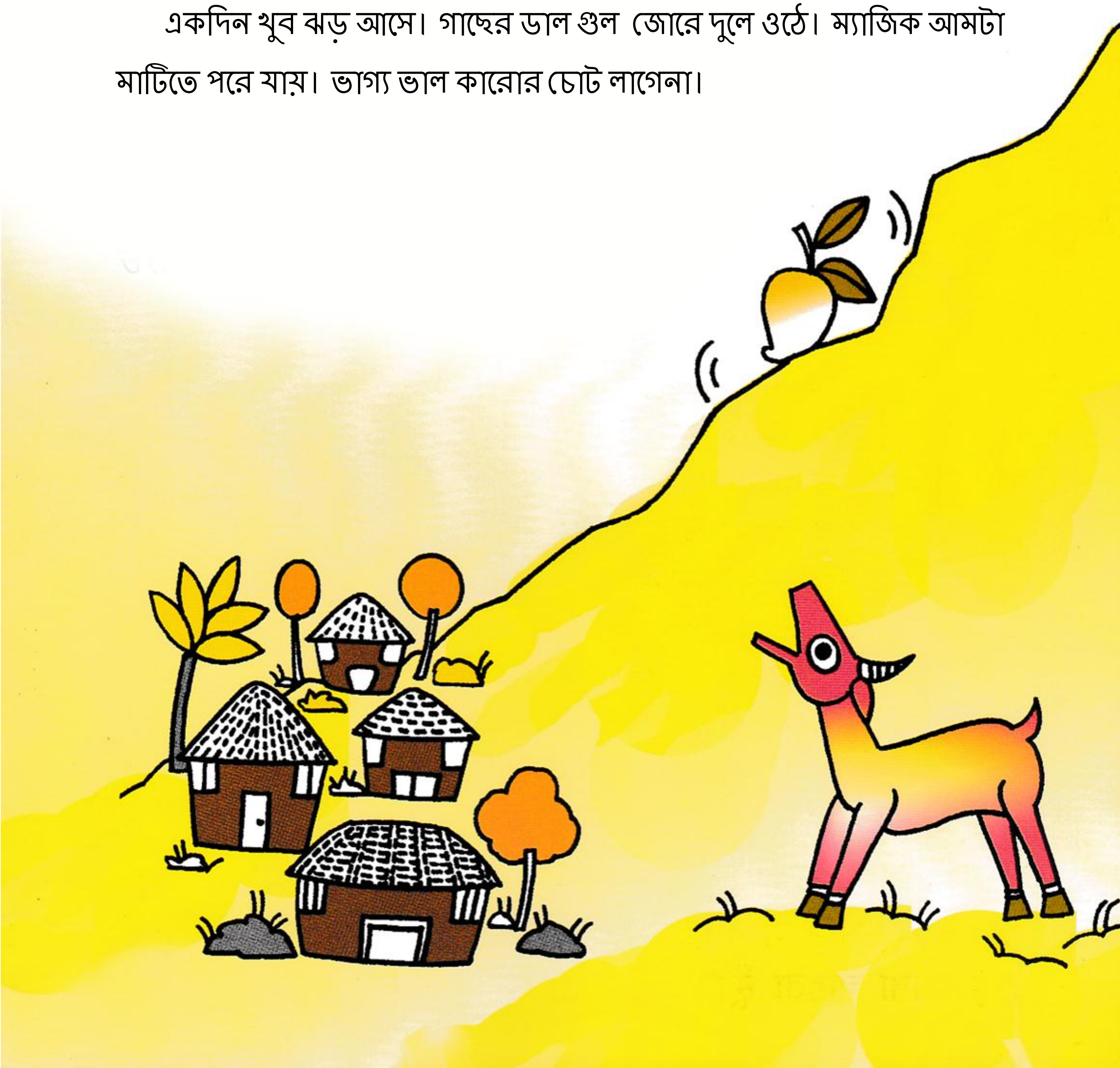
একটি রুশী গল্পর অবলম্বনে

© Katha Jharna 2008		Publisher	Rajalakshmi Srinivasan Memorial Foundation
P. Saraswati	V. Vijayakanthi	Bengali	Pradeep Bhattacharya
L. S. Saraswathi	S. Rajalakshmi	Artist	S. P. Raju

ম্যাজিক আম

অনেক দিন আগের কথা। এক জঙ্গলে একটা বড় আমের গাছ ছিল। ওই গাছের সবথেকে ওপরের ডালে একটা পাকা আম ছিল। ওটা কোনো সাধারণ আম ছিল না – ছিল এক ম্যাজিক আম।

একদিন খুব ঝড় আসে। গাছের ডাল গুল জোরে দুলে ওঠে। ম্যাজিক আমটা মাটিতে পরে যায়। ভাগ্য ভাল কারোর চোট লাগেনা।



ম্যাজিক আমের কি আনন্দ। ও এখন চারি দিকে ঘুরে বেড়াতে পারবে। আমটা মাটিতে গড়িয়ে গড়িয়ে গ্রামের মাঝে গিয়ে পেছাল। সবার আগে ওর দেখা একটা ছাগলের সাথে হয়। ছাগল বলে,” আরে দাঁড়া! দাঁড়া! আমি তোকে খেতে চাই।“



ম্যাজিক আমটা হেঁসে ওঠে আর গান করতে শুরু করে –

আমি এক ম্যাজিক আম
দেখি দুনিয়া সকাল বিকাল,
আসব না কারোর হাতে
রেখো এই কোথার খেয়াল।

আমটা তাড়াতাড়ি গড়িয়ে চলে গেল। ছাগলটা ওর পেছনে পেছনে ছুটতে লাগলো। পথে এক বালক ঘুড়ি ওরাচ্ছিল। ও আমটাকে বলে,” আরে দাঁড়া! দাঁড়া! আমি তোকে খেতে চাই ।“

আমটা আবার হেঁসে ওঠে আর গাইতে লাগে –

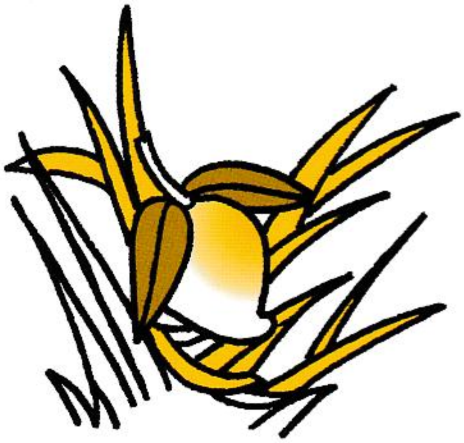
আমি এক ম্যাজিক আম ঘুড়ে বেড়াই সকাল বিকাল,
আসব না কারুর হাতে এই কথাটার রেখো খেয়াল।

আমটা আরও দ্রুত গড়িয়ে গড়িয়ে একটা বাগানে ঢুকে গেল। ছাগল আর ছেলেটা আমের পেছন পেছন দৌড়ে বাগানে ঢুকে গেল। ওই সময় বাগানে কিছু বাচ্চা মেয়েরা খেলছিল। ওরা আমটাকে গড়িয়ে যেতে দেখে ডাক দিল,” আরে দাড়াও! দাড়াও! আমরা তোমায় খাব। “



আমটা ফিসলে দূরে গড়িয়ে চলে গিয়ে গান গেয়ে উঠলো –

আমি এক ম্যাজিক আম
দেখি দুনিয়া সকাল বিকাল,
আসব না কারোর হাথে
এই কথাটার রেখো খেয়াল।



ছাগল, বালক ও মেয়েরা সবাই আমটার পেছন পেছন দৌড়াতে লাগল। কিন্তু আম আর কারোর হতে এল না।

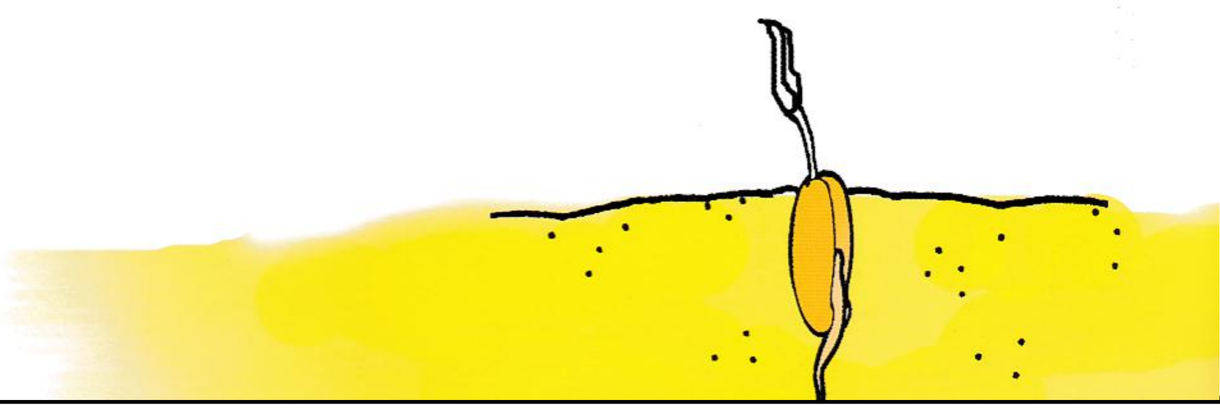
এবার আমটা একটু পরিশ্রান্ত হতে লাগল। ও লম্বা লম্বা ঘাসের মধ্যে গিয়ে লুকিয়ে পড়ল। কেও আর ওকে খুঁজে না পেয়ে ফিরে গেল।

থোকে গিয়ে আমটা ঘুমিয়ে পরল। কয়েক মাস ঘুমিয়ে থাকল।

হটাৎ এক দিন ওর ঘুম ভাঙ্গল। ও দেখে সূর্যের আলো ওকে যেন চান করাচ্ছে। ও একদম   বদলে গেছে।   ওর ভেতর থেকে অঙ্কুর বেরোচ্ছে।

হ্যা! ওই ম্যাজিক আমটা এখন একটা গাছ হয়ে যাচ্ছে।

পাপুয়া নিউ গিনি দেশের এক লোক কথা



Publisher Rajalakshmi Srinivasan Memorial Foundation

P. Saraswati V. Vijayakanthi

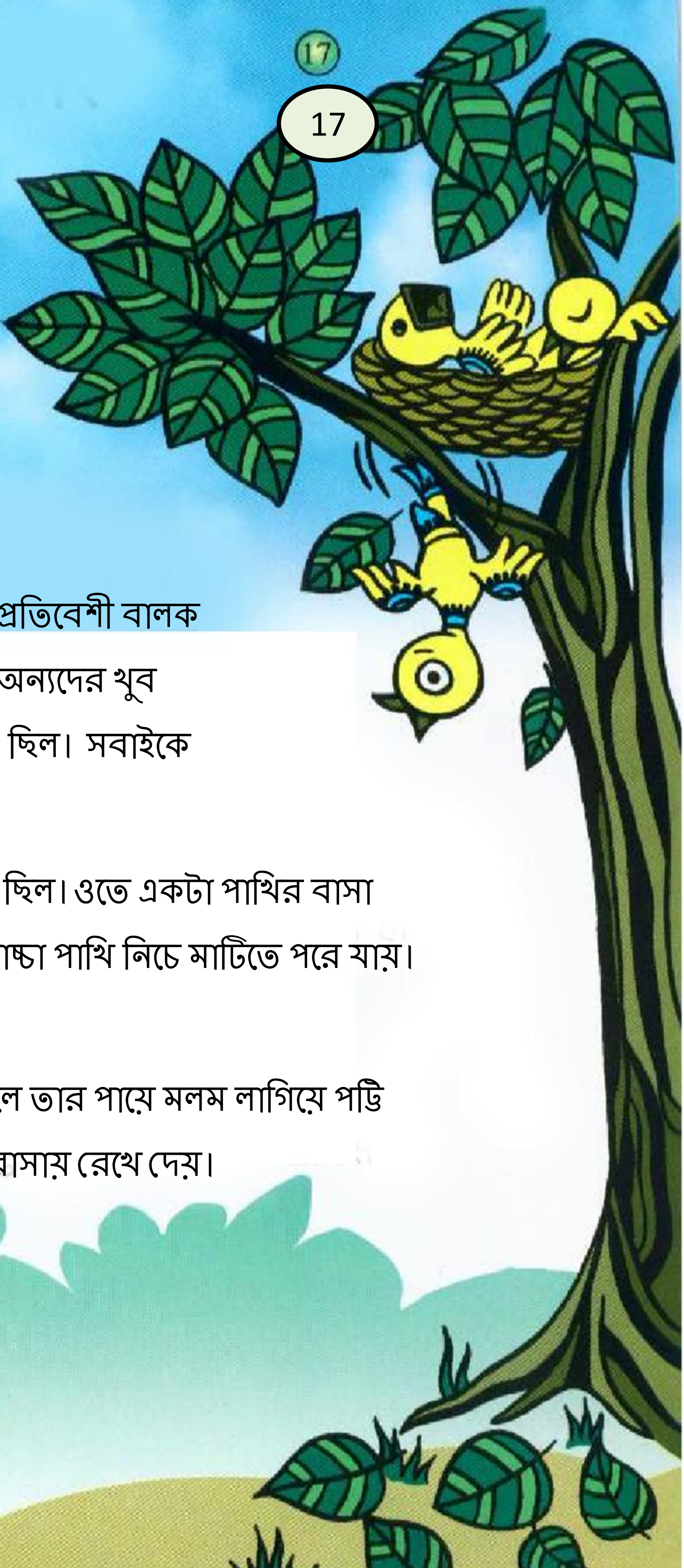
L. S. Saraswathi S. Rajalakshmi

Bengali Pradeep Bhattacharya

Artist Uma Krishnaswamy

17

পাখির পুরষ্কার



শেরিন আর শাম্বা নামের দুই প্রতিবেশী বালক থাকত। শেরিন খুব লোভী ছিল। ও অন্যদের খুব হিংসে করত। কিন্তু শাম্বা খুব দয়ালু ছিল। সবাইকে ভাল বাসত।

শাম্বার বাড়ির সামনে একটা গাছ ছিল। ওতে একটা পাখির বাসা ছিল। একদিন ওই বাসা থেকে একটা বাচ্চা পাখি নিচে মাটিতে পরে যায়। তাতে তার এক পা ভেঙ্গে যায়।

শাম্বা তাকে যত্নের সাথে কোলে তুলে তার পায়ে মলম লাগিয়ে পট্টি লাগায়। তার পরে ওকে আবার তার বাসায় রেখে দেয়।

কিছুদিন পর পাখিটার ওড়ার ক্ষমতা হয়ে যায়। ও তখন শাম্বার কাছে যায় আর বলে,” তুমি আমাকে উড়তে সাহায্য করেছ। আমি তোমাকে এই মাকাইএর বীজ দিচ্ছি। তুমি নিজের বাগানে এটা পুঁতে দেও। “ এই বলে পাখিটা উড়ে গেল।

শাম্বা ওই বীজ গুলো বাগানে পুঁতে দেয়। আর রোজ জল দিতে থাকে। মাকাইয়ের খুব ভালো ফসল হয়। কিছু দিনে ফসল কাটার সময় আসে। কি আশ্চর্য! সব মাকাইয়ের গাছে নানান দামি রত্ন ঝকমক করছে। শাম্বা ওই রত্ন সব বাজারে বিক্রি করে আর ধনী হয়ে যায়।

তাই দেখে শেরিন অবাক হয়। “ কি করে শাম্বা এত ধন পেল!” এই ভাবতে ভাবতে ও শাম্বার বাড়ি যায়। শাম্বা ওকে সব খুলে বলে।





শেরিন চিন্তায় পরে যায়। " আমিও শাম্বার মত ধনী হতে চাই। " ও নিজের বাড়ির সামনে একটা গাছে একটা পাখির বাসা দেখে। একটা লম্বা বাঁশ দিয়ে ওটাকে খোঁচা দিয়ে নাড়ায়। তাতে এক বাচ্চা পাখি নিচে পরে। তাতে তার পা ভেঙ্গে যায়। শেরীন বাচ্চাটার পায়ে মলম পট্টি করে আবার বাসায় রেখে দেয়।

কিছুদিন পর ওই বাচ্চাটা ঠিক হয়ে উড়তে পারে। এক দিন ও মাকাই এর বীজ এনে শেরিনকে দিয়ে বলে, " যাও, এই বীজ গুলো পুঁতে দেও, দেখবে কি ফসল হয়। " তাই বলে পাখিটা উড়ে যায়।

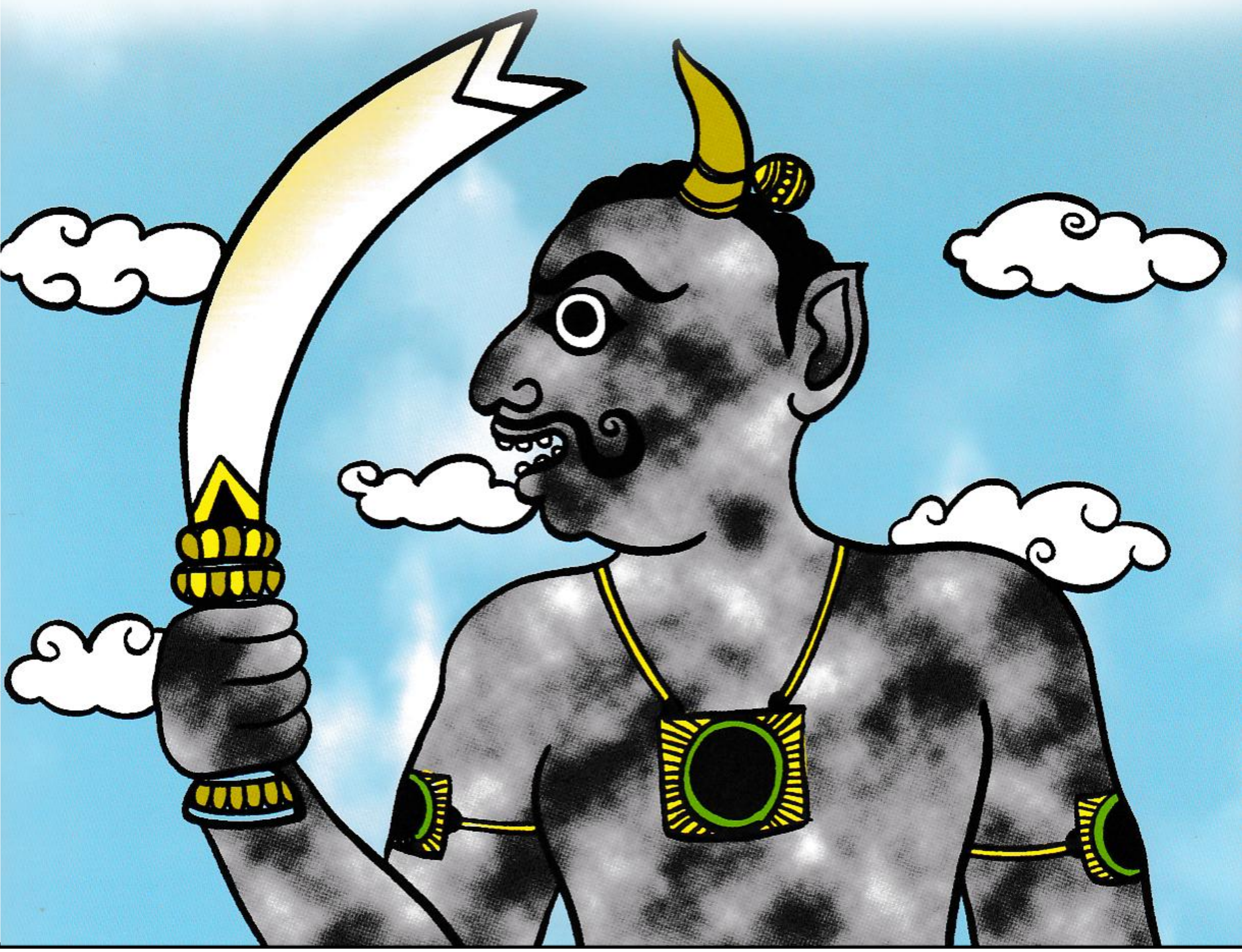
ফসল তাড়াতাড়ি বাড়তে থাকে। লেলিন অধীর ভাবে ফসল পাকার জন্য অপেক্ষা করতে থাকে।

একদিন শিরিন বাগানে যায়। কিন্তু কি আশ্চর্য! ওখানে কোন ফসল নেই। হাতে তলবার নিয়ে এক দৈত দাড়িয়ে আছে।

ওকে দেখে শেরিণ ভয়ে পালিয়ে গেল। দৈত টা ওর পিছু নিয়ে ওর বাড়িতে ঢুকে পরে। আর সব গয়না এবং টাকা নিয়ে চলে যায়।

বেচারা শেরিন!

তিব্বতের এক লোক কথা



Publisher Rajalakshmi Srinivasan Memorial Foundation

P. Saraswati V. Vijayakanthi

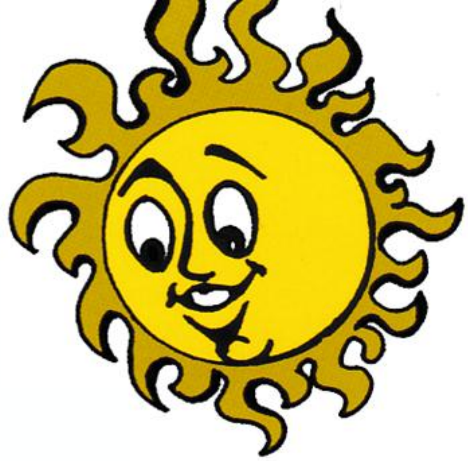
L. S. Saraswathi S. Rajalakshmi

Bengali Pradeep Bhattacharya

Artist Uma Krishnaswamy

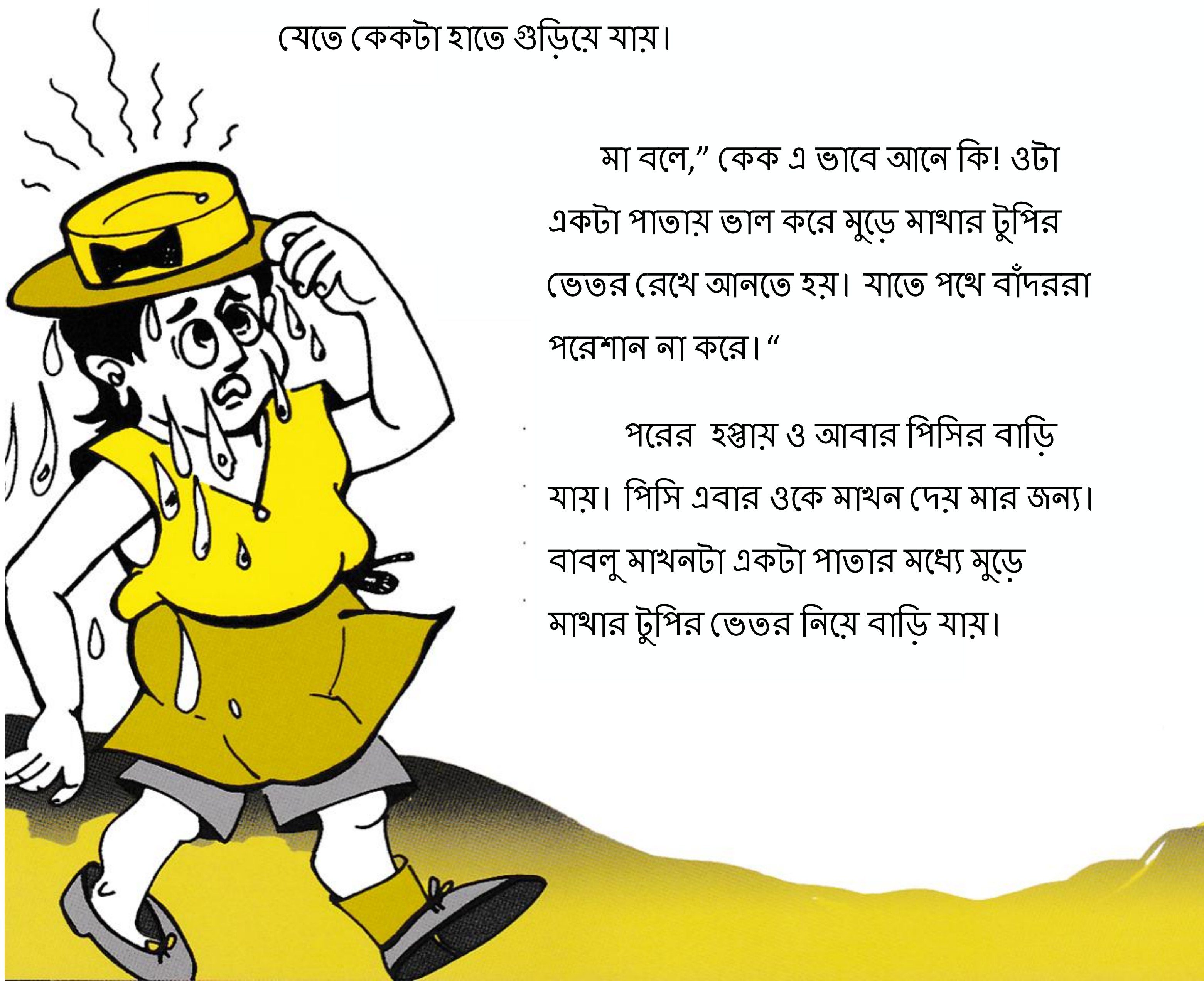
18

অসাধারণ বাবলু



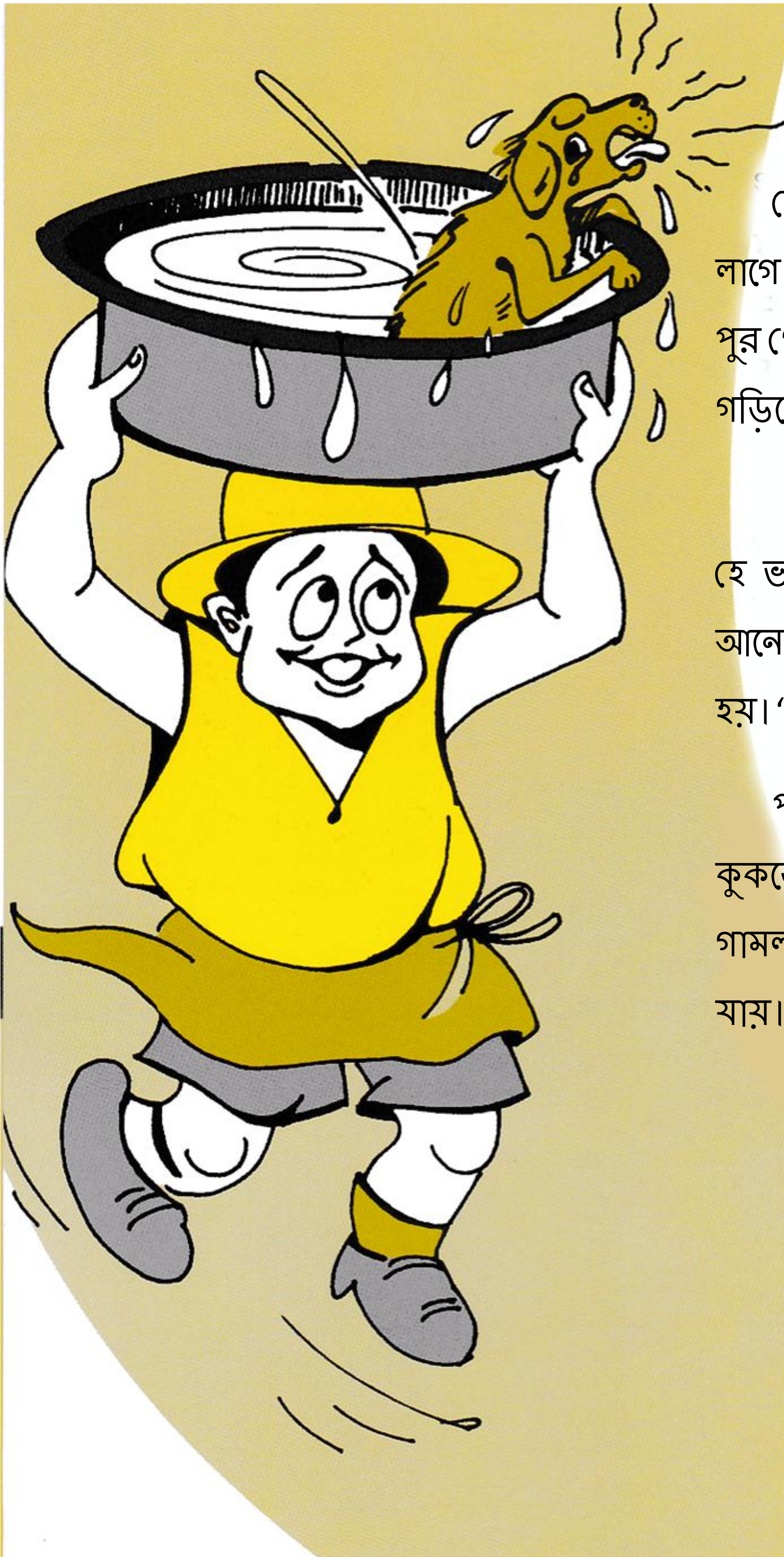
বাবলু ওর পিসির বাড়ি আসা যাওয়া করত। পিসি বাবলুর হাতে তার মার জন্য কিছু না কিছু দিয়ে দিত।

একদিন পিসি ওর হতে কেকের বড় ভাগ দেয়। বাবলু ওই কেক নিজের হাতে সক্ত করে ধরে বাড়ি যায়। কিন্তু বাড়ি পর্যন্ত যেতে কেকটা হাতে গুড়িয়ে যায়।



মা বলে,” কেক এ ভাবে আনে কি! ওটা একটা পাতায় ভাল করে মুড়ে মাথার টুপির ভেতর রেখে আনতে হয়। যাতে পথে বাঁদররা পরেশান না করে। “

পরের হপ্তায় ও আবার পিসির বাড়ি যায়। পিসি এবার ওকে মাখন দেয় মার জন্য। বাবলু মাখনটা একটা পাতার মধ্যে মুড়ে মাথার টুপির ভেতর নিয়ে বাড়ি যায়।



সেদিন খুব রোদ ছিল। মাখন গলতে লাগে। বাড়ি পর্যন্ত যেতে যেতে। মাখনটা পুর গোলে যায়। আর মুখে ও জামায় গড়িয়ে পরে।

মা তা দেখে অবাক হয়ে যায়। “ হে ভগবান! এ ভাবে কেও কি মাখন আনে? ওটা ঠাণ্ডা জলে রেখে আনতে হয়। “

পরে এক দিন পিসি বাবলু কে একটা কুকড়ের বাচ্চা দেয়। ওটাকে একটা গামলায় ঠাণ্ডা জলে মধ্যে করে বাড়ি যায়।

মা তা দেখে মাথা চাপড়াতে থাকে। “ বেচারা বাচ্চাটার কি অবস্থা করেছিস! এর পরে কুকুরের বাচ্চার গলায় দড়ি বেঁধে ধরে নিজের পেছন পেছন আনবি। “

ছুটিতে বাবলু পিসির বাড়ি আসে। এবার পিসি ওকে একটা পাউরুটি দেয়। বাবলু পাউরুটি টা একটা দড়ি দিয়ে বেঁধে নিজের পেছন টানতে টানতে নিয়ে বাড়ি নিয়ে আসে। তাই দেখে মা হকচকিয়ে যায়।

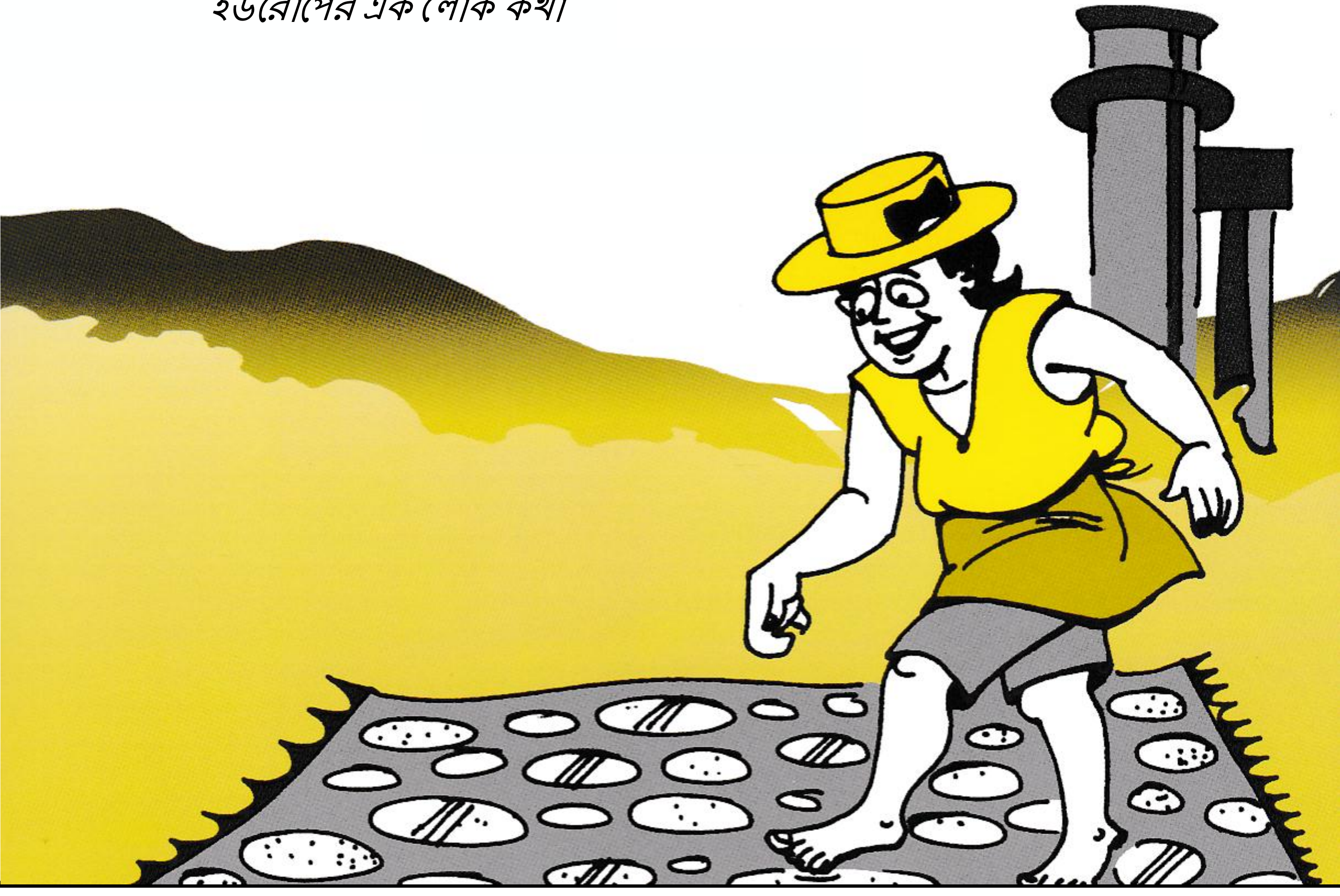


পরের বার মা বলে, ”এবারে পিসির বাড়ি তুমি যাবে না। আমি নিজে যাব। আমি এখানে পাঁপড় শুকোতে দিলাম। খেয়াল রেখে চলবে।“

মা পিসির বাড়ি চলে যায়। বাবলু পাঁপড় গুলোকে ভাল ভাবে দেখল আর তার উপর খেয়াল করে চলতে লাগলো।

ওর মার বাড়ি ফেরার পর কি ঘটল কেও জানে না। তোমরা নিজেরাই আন্দাজ করে নিও।

ইউরোপের এক লোক কথা



© Katha Jharna 2008		Publisher	Rajalakshmi Srinivasan Memorial Foundation
P. Saraswati	V. Vijayakanthi	Bengali	Pradeep Bhattacharya
L. S. Saraswathi	S. Rajalakshmi	Artist	S. P. Raju

টুনটুনি



একদিন টুনটুনি কুলের গাছে বসে কুল খাচ্ছিল। হটাৎ ওর গলায় একটা কাঁটা আটকে যায়।

ও কষ্টে ছটপট করতে লাগে। উড়ে নাপিতের কাছে যায় আর বলে,” নাপিত কাকা, টুনটুনি খুব কষ্টে আছে। ওর গলার কাঁটা টা বার করে বাঁচাও ওকে। “

নাপিত বলে,” যা যা, আমিতো রাজার নাপিত, তোর গলার কাঁটা কেন বার করব?”

টুনটুনি খুব রেগে যায়, “ আচ্ছা! তোকে আমি নিশ্চই শিক্ষা দেব। “

টুনটুনি রাজার কাছে যায় আর নিবেদন করে,” হে রাজা! টুনটুনি খুব বিপদে আছে। আপনার নাপিত আমাকে কোন সাহায্য করছে না। ওকে দণ্ড দিন। “

রাজা ওই ছোট্ট পাখির কথা শুনে হেঁসে পরে আর হাঁসি থামাতে পারেনানা।



রেগে গিয়ে টুনটুনি এক ইঁদুরের কাছে বলে,” এই ইঁদুর ভাই! টুনটুনি খুব বিপদে পড়েছে। নাপিত আমাকে সাহায্য করছে না। রাজা নাপিতকে দণ্ড দিচ্ছেনা। তুমি ঘুমন্ত রাজার পেটে গিয়ে কামড় দেও।“

ইঁদুর নাক উচুঁ করে বলে, “এই কাজ আমি করতে পারব না।“

টুনটুনি এবার রেগে বেড়ালের বাড়ি যায় আর বলে,” বেড়াল মাসী! বেড়াল মাসী! টুনটুনি খুব বিপদে পড়েছে। ইঁদুরটা রাজার পেটে কামড় দিতে চায় না। তুমি ইঁদুরটা ধরে খেয়ে ফেল।“

বিড়াল বলে, ” আমার খুব ঘুম পাচ্ছে। আপাতত আমি ইঁদুরটা ধরতে পারব না।“

টুনটুনি উড়ে গিয়ে একটা কাঠির কাছে যায়।“ কাঠি ! কাঠি! টুনটুনি বিপদে পড়েছে। বেড়ালটা ইঁদুরকে খাচ্ছে না। ওঠ আর ওই অলস বেড়ালকে গিয়ে পেটাও।“

কাঠি বলে,” আমি বেড়ালকে কেন মারব? ও তো আমার কোন ক্ষতি করেনি।“

বেচারা টুনটুনি! ও আগুনের কাছে গিয়ে বলে,” হে আগুন! আমি খুব বিপদে আছি। ছড়িটা বেড়ালকে মারছে না। তুমি ওকে পুড়িয়ে ফেল।“ আগুন বলে,” আজ আমি অনেক কিছু পুড়িয়েছি। আমি ক্লান্ত। ক্ষমা কর।“

টুনটুনির রাগ তাতে আর বেড়ে যায়। ও তখন নদীর কাছে যায়। বলে,” হে মহান নদী! ওই আগুন ছড়িটাকে পোড়াচ্ছে না। তুমি ওকে বরাবরের জন্যে বুঝিয়ে দেও।“ কিন্তু নদী ওকে কোন উত্তর না দিয়ে বয়ে যায়।

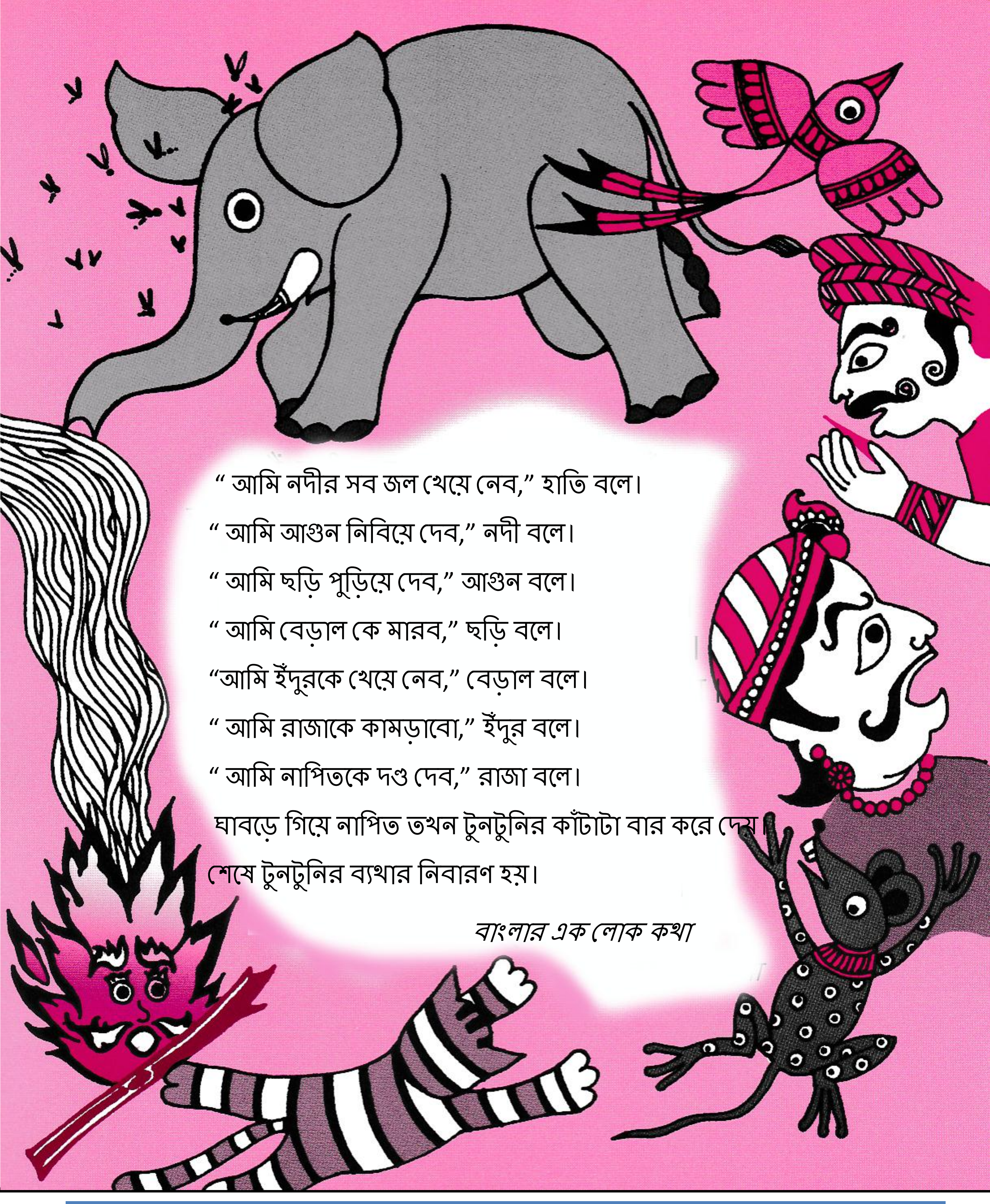


টুনটুনি তখন হাতির কাছে যায় আর বলে, “ হে শক্তিশালী হাতি! টুনটুনি খুব বিপদে আছে। তুমি নদীর সব জল খেয়ে নেও।“

হাতি বলে,” এত জল খেলে আমার পেট ফেটে যাবে।“

শেষে টুনটুনি নিরাশ হয়ে মশা দের কাছে গিয়ে বলে,” মশারা! মশারা! টুনটুনির খুব বিপদ। হাতি নদীর জল খাচ্ছে না। যাও গিয়ে ওর সারা শরীরে কামড় দেও।“

মশারা সঙ্গে সঙ্গে রাজি হয়ে যায়। রাজ্যের সব মশা এক জায়গায় হয়ে হাতিকে ঘিরে ফেলে। হাতি তখন ঘাবড়ে যায়।



“ আমি নদীর সব জল খেয়ে নেব,” হাতি বলে।

“ আমি আগুন নিবিয়ে দেব,” নদী বলে।

“ আমি ছড়ি পুড়িয়ে দেব,” আগুন বলে।

“ আমি বেড়াল কে মারব,” ছড়ি বলে।

“আমি ইঁদুরকে খেয়ে নেব,” বেড়াল বলে।

“ আমি রাজাকে কামড়াবো,” ইঁদুর বলে।

“ আমি নাপিতকে দণ্ড দেব,” রাজা বলে।

ঘাবড়ে গিয়ে নাপিত তখন টুনটুনির কাঁটাটা বার করে দেয়।

শেষে টুনটুনির ব্যথার নিবারণ হয়।

বাংলার এক লোক কথা

© Katha Jharna 2008		**Publisher**	Rajalakshmi Srinivasan Memorial Foundation
P. Saraswati	V. Vijayakanthi	**Bengali**	Pradeep Bhattacharya
L. S. Saraswathi	S. Rajalakshmi	**Artist**	Uma Krishnaswamy

বন্ধু কে, চেন দেখি



এক জঙ্গলে এক কাঠবিড়ালি আর এক খরগোশ খুব ভাল বন্ধু ছিল। কাঠবিড়ালি খুব কথা বলত।



সবার কথা জানতে চাইত। খরগোশ খুব চুপচাপ থাকত। কোন প্রশ্নের সোজা সুজি উত্তর দিত না।

কাঠবিড়ালি: আরে থাম, থাম। এত সাত সকালে কোথায় যাচ্ছ গান গাইতে গাইতে?

খরগোশ: নুতন বন্ধুর সাথে খেলতে যাচ্ছিলাম।

কাঠবিড়ালি: কে তোমার নুতন বন্ধু?

খরগোশ: আছে কেও যার চারটে পা। নিজেই বুঝে নেও।





কাঠবিড়ালি: আরে! আমরাতো সবাই চার পায়ের। এবার বুঝলাম। আমাকে বলতে চাও না। ঠিক আছে, আমিই খুঁজে দেখি। ওটা কি অনেক বড় জীব?

খরগোশ: হ্যা।

কাঠবিড়ালি: হাতির সাথে দেখা করতে যাচ্ছো? ওই তো সব থেকে বড় জীব।

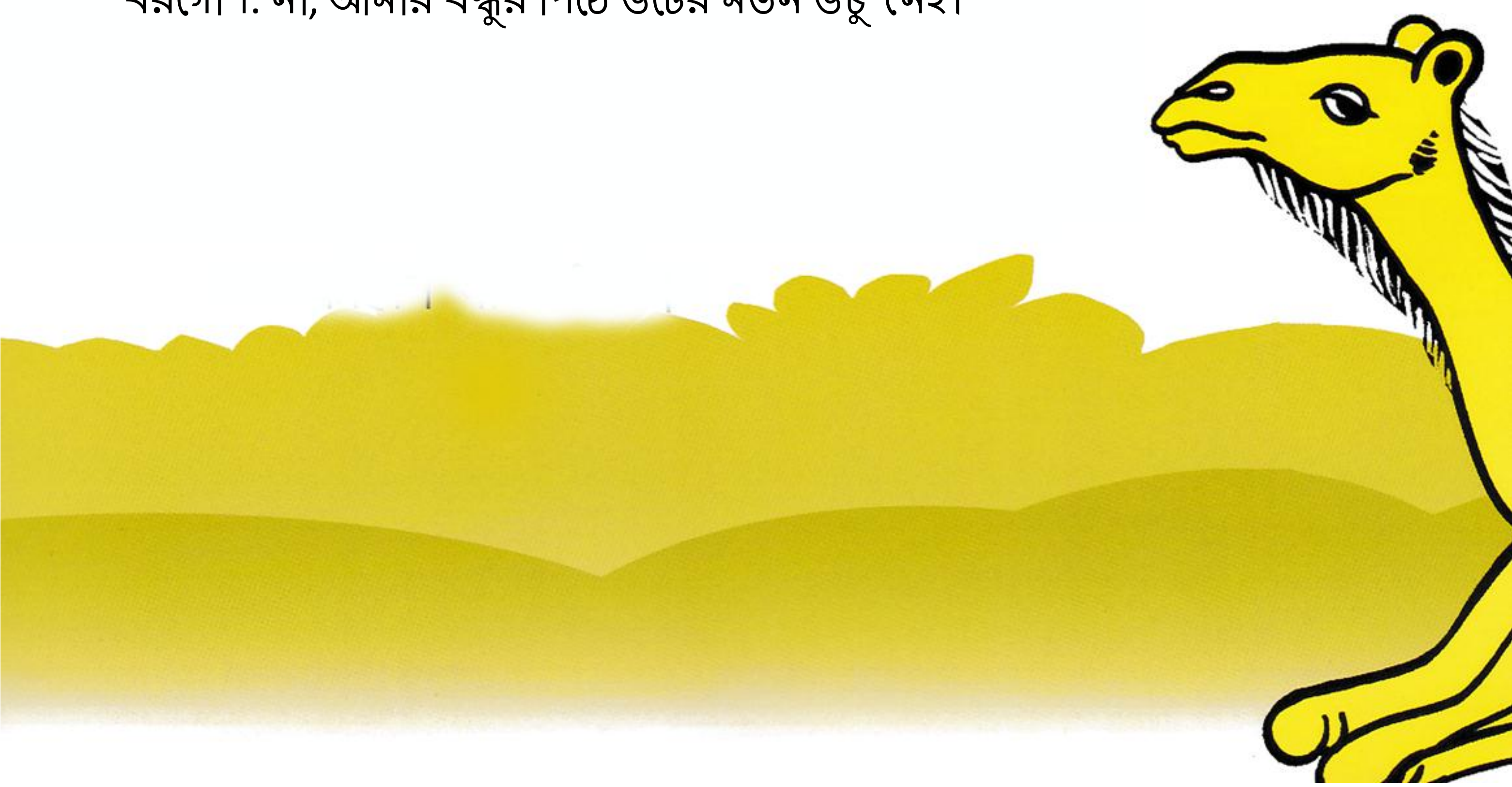
খরগোশ: একদম না। আমার বন্ধুর শুঁড়   নেই।

কাঠবিড়ালি: তালে কি সে গন্ডার? ওর তো শুঁড় নেই।

খরগোশ: না: না: ওর সিং ও নেই।

কাঠবিড়ালি: তালে ও নিশ্চই উট। ওর তো চারটে পা আছে। সিং নেই। শুঁড় নেই।

খরগোশ: না, আমার বন্ধুর পিঠে উটের মতন উঁচু নেই।





কাঠবিড়ালি: তালে কে? জেব্রা নয় তো?

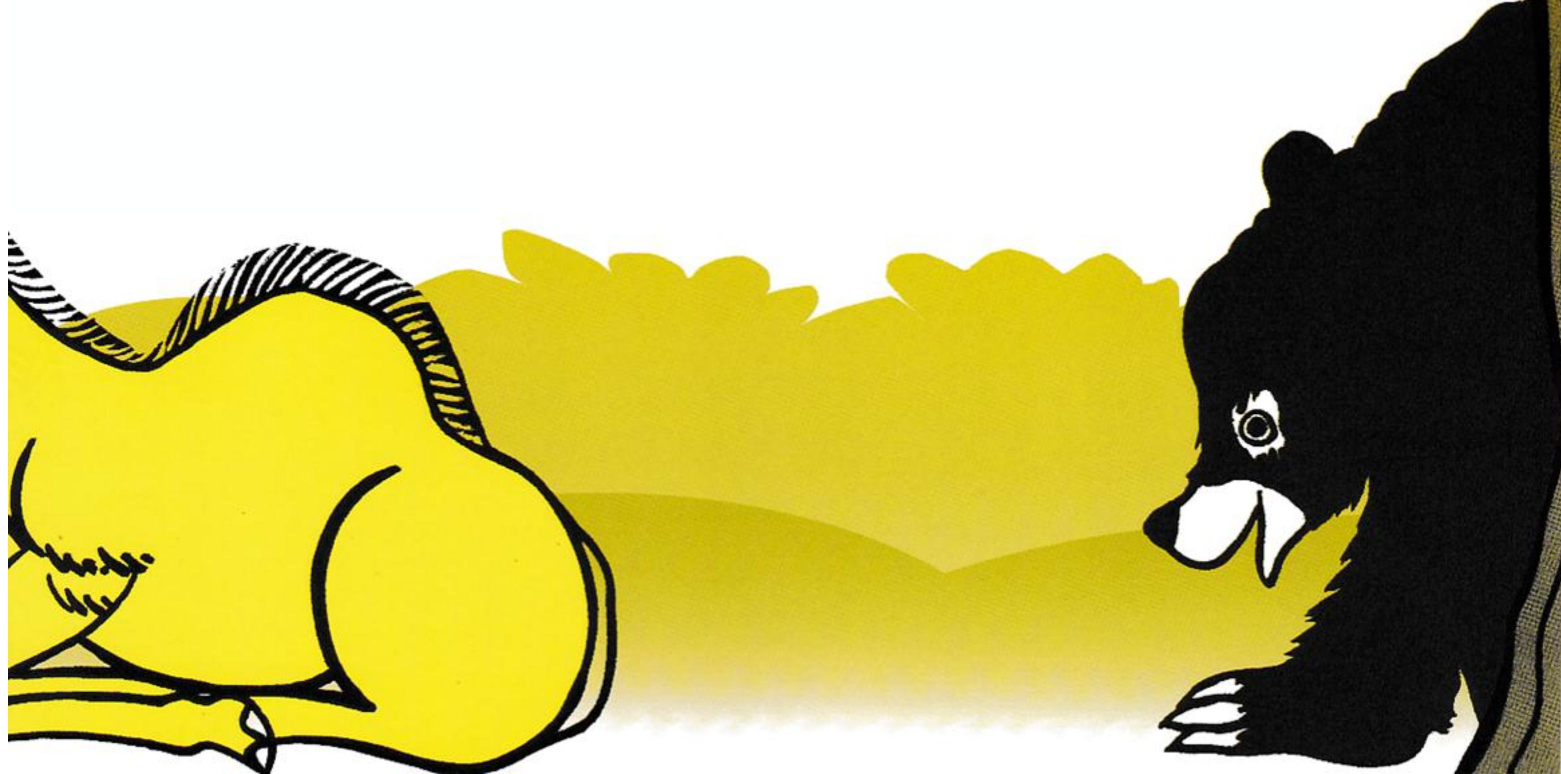
খরগোশ: আমার বন্ধুর গায়ে ডোরা কাটা দাগ নেই।

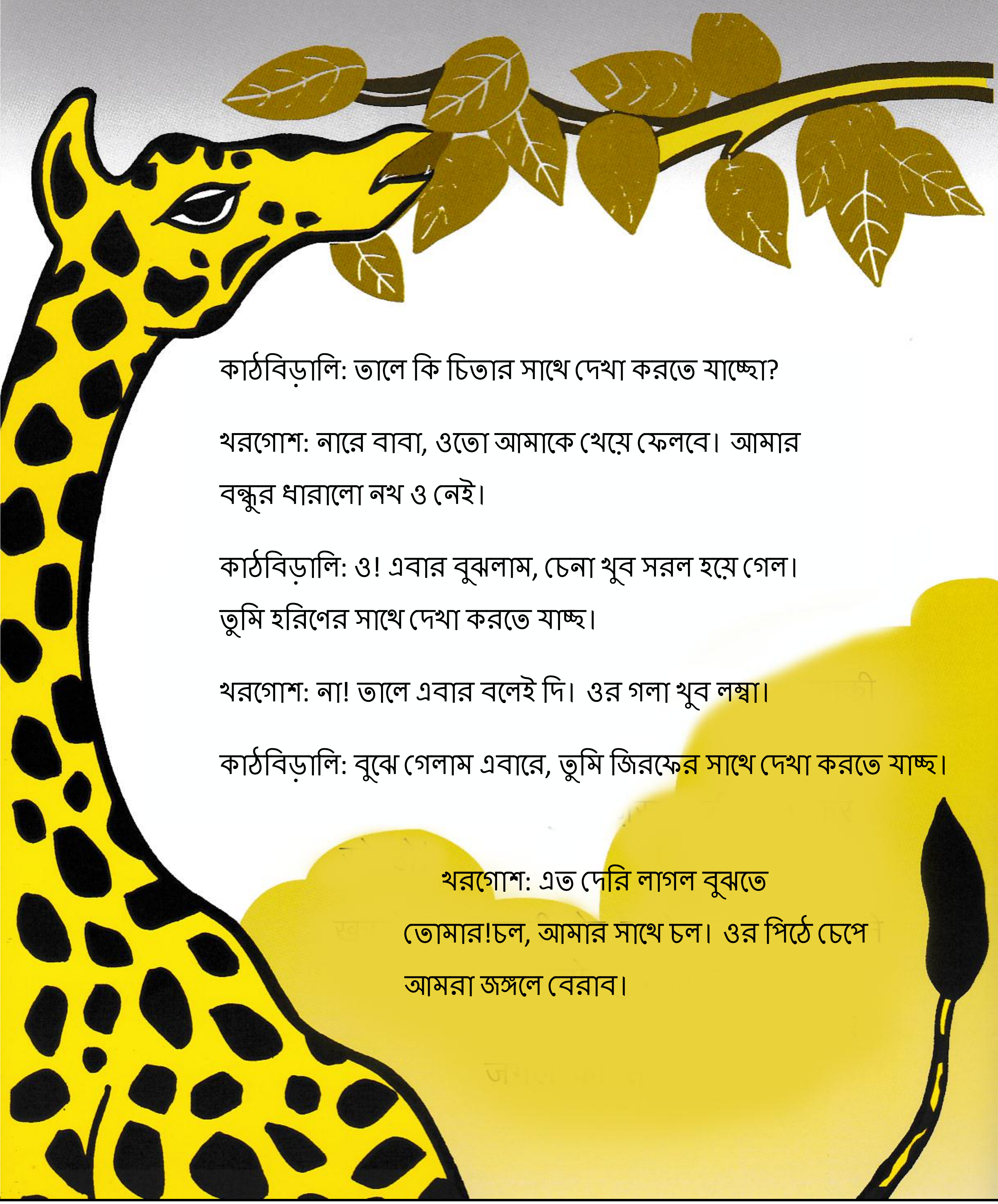
কাঠবিড়ালি: তালে তোমার বন্ধু ভালুক হওয়া উচিত। ওর শরীরে লাইন কাটা নেই। ওর পিঠে উঁচু কিছু নেই। সিং ও নেই, শুঁড় ও নেই।

খরগোশ: না বাবা, আমার বন্ধুর গায়ে ভালুকের মতন ঘন লোম ও নেই।

কাঠবিড়ালি: তাই কি! দাড়াও! তোমার বন্ধুর গায়ে কি ছোপ ছোপ দাগ আছে?

খরগোশ: হ্যা, তাই।





কাঠবিড়ালি: তালে কি চিতার সাথে দেখা করতে যাচ্ছো?

খরগোশ: নারে বাবা, ওতো আমাকে খেয়ে ফেলবে। আমার বন্ধুর ধারালো নখ ও নেই।

কাঠবিড়ালি: ও! এবার বুঝলাম, চেনা খুব সরল হয়ে গেল। তুমি হরিণের সাথে দেখা করতে যাচ্ছ।

খরগোশ: না! তালে এবার বলেই দি। ওর গলা খুব লম্বা।

কাঠবিড়ালি: বুঝে গেলাম এবারে, তুমি জিরফের সাথে দেখা করতে যাচ্ছ।

খরগোশ: এত দেরি লাগল বুঝতে তোমার!চল, আমার সাথে চল। ওর পিঠে চেপে আমরা জঙ্গলে বেরাব।

P. Saraswati	V. Vijayakanthi	**Publisher**	Rajalakshmi Srinivasan Memorial Foundation
L. S. Saraswathi	S. Rajalakshmi	**Bengali**	Pradeep Bhattacharya
		Artist	Uma Krishnaswamy